কালনা জ্ঞাবারিপাড়ার বাহাছ।

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা,

হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী

আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ

শাহ, সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

(★) ★ (★)

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্ সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা

মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

✪ দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৬ সাল ✪

সাহায্য মুল্য ১৬ টাকা মাত্র

কালনা জাবারিপাড়ার

বাহাছ।

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা,
হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

—:)(:——:)(:——:)(:——:)(:——:)(:—

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ
শাহ, সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

(ooo □)(ooo)(□ ooo)

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মূদ্রিত।
✪ দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৬ সাল ✪

সাহায্য মূল্য ১৬ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على
رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কালনা জাবারিপাড়ার বাহাছ।

(-) (-) ✪ (-) (-)

(সংগ্রাহক—হাজী মছিহ উদ্দীন সাহেব, বশিরহাট, ২৪ পরগণা)

বর্দ্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্ত্তী জাবারিপাড়া গ্রামের আবু ছইদ মিঞা আমাদের মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ছাহেবকে ফুরফুরা শরিফে জানান যে, তথাকার কদম্বা গ্রামের মাওলানা মোছলেম ছাহেব বেশরা ফকিরদের ন্যায় গান-বাজনা হালাল, আজনবি মুরিদা স্ত্রীলোকদিগরে খেদমত লওয়া হালাল, বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের নিকট হইতে সুদ লওয়া হালাল, পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় মস্তকে লম্বা চুল রাখা হালাল ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত ইয়া আবদুল কাদের জিলানী শাইয়ান-লিল্লাহ অজিফা পড়িতে উপদেশ দেন, লোকের হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনা করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট যে মুরিদ হইবে, সে ব্যক্তি দোজখে যাইবে না ইত্যাদি মত প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাতে মাওলানা ছাহেব বলেন আচ্ছা, আমি বাহাছের দিন স্থির করিয়া পাঠাইব। পরে তিনি ৪ঠা আষাঢ় দিন স্থির করিয়া পাঠান। আমাদের মাওলানা ছাহেব ২রা আষাঢ় একখানা বেনামি পত্র পাইলেন যে, মাওলানা মোছ-

লেম ছাহেব অহাবিদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছেন, ফুরফুরার পীর ছাহেবকে লাজওয়াব করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তর্কে জয়ী হইতে পারে, বাংলায় এরূপ একটি লোকও নাই ; আরও মেটিয়াবুরুজের মাওলানা মেছবাহদ্দিন ছাহেব তাঁহার সহায়তায় আসিতেছেন, সেই সময় আপনার পক্ষে কেয়ামত উপস্থিত হইবে। তিনি বিজ্ঞাপনে ঘোষিত চারিটা মছলা জায়েজ প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন এই জন্য তিনি নিজ পীরের ওরছে যাইতে পারিলেন না। যদি আপনি আসিতে ইচ্ছা করেন, তবে বড় বড় মাওলানা সঙ্গে আনিবেন, নচেৎ আপনিও লাজওয়াব হইয়া অপমানিত হইবেন, কাজেই আপনার এই সময় না আসাই ভাল মনে করি।.........

আমাদের মাওলানা ছাহেব এই পত্র পাইয়া বলিলেন, ইহাতে মাওলানা মোছলেম ছাহেবের হৃদকম্পনের চিহ্ন বুঝা যাইতেছে। খোদার মর্জ্জি, আমাদের মাওলানা ছাহেবের নাম শুনিলে মাওলানা মোছলেম কেন, সমস্ত বেদয়াতি মাওলানার হৃদকম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমাদের মাওলানা সাহেব প্রায় ৫ মন কেতাব লইয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্ব রাত্রে কালনায় উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে ২৪ পরগণার বেলিয়াঘাটার নিকটবর্ত্তী বাজিতপুর গ্রাম নিবাসী মাওলানা খেলাফত হোসেন ছাহেব, ঐ ২৪ পরগণার বড়-গোবরা নিবাসী মাওলানা ফয়জুল্লাহ চিস্তি ছাহেব, কলিকাতা নিবাসী মাওলানা গুলমোহাম্মদ খোরাছানি ছাহেব ও হুগলীর চাপদানি নিবাসি মাওলানা আবদুল অলি লাক্ষ্ণৌবি ছাহেব তথায় উপস্থিত হন। এদিকে মেটিয়াবুরুজের মাওলানা মেছবাহদ্দিন সাহেবের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু না জানি কি কারণে তিনি উপস্থিত হন নাই। একেত মাওলানা মোছলেম ছাহেব আমাদের মাওলানা ছাহেবের রুহানি ফয়েজে আতঙ্কিত, তৎপরে তিনি ১০-

টার সময় সামান্য কয়েকখানা কেতাব লইয়া জাবারিপাড়ার আবু-ছইদ মিঞার বাটীস্থ সভাতে উপস্থিত হইয়া আমাদের পক্ষের কেতাব রাশি দর্শনে ত্রাশিত ও কম্পিত হইলেন। উভয় দল দুই দিকে তক্তপোষগুলির উপর আসন গ্রহণ করিলেন। আমাদের মাওলানা ছাহেব বলিলেন, বিজ্ঞাপনে লিখিত চারিটি কার্য্য আপনি হালাল জানেন কি? যদি হালাল জানেন, তবে লিখিয়া দিন। তিনি লিখিয়া দিতে অস্বীকার করেন কিন্তু লোকের সাক্ষাতে বলেন (১) মুরিদা স্ত্রীলোকেরা আমার কদমবুছি করিয়া থাকে। (২) বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের নিকট হইতে সুদ লওয়া জায়েজ। (৩) সুদ সঙ্গীতসহ কাওয়ালি ও গান-বাজনা জায়েজ। (৪) আমি লম্বা চুল রাখিয়া থাকি।

এই বিজ্ঞাপনে লিখিত বিষয়গুলি জায়েজ বলি। তখন আমাদের মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব সভার সভ্যগণকে বলিলেনইহা যে, তাঁহার দাবি, তাহা আপনারা লিখিয়া দিন, কিন্তু তাহারা ইহা লিখিয়া দিতে অস্বীকার করেন।

তৎপরে আমাদের মাওলানা ছাহেব মাওলানা মোছলেম ছাহেবকে বলেন, যখন আপনি এই কার্য্যগুলি করিয়া থাকেন, তখন তৎসমস্তের জায়েজ হওয়ার প্রমাণ পেশ করুন। তদুত্তরে তিনি বলেন, না আমি দলীল দিব না, যদি আপনি হারাম প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি মানিয়া লইব। সভাস্থলে থানার মুছলমান সাব ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, একজন সি, আই-ডি পুলিশ, তথাকার জনৈক মোক্তার ছাহেব, শান্তিপুরের হাজি আবদুল খালেক সাহেব ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোক সকল উপস্থিত ছিলেন, সবইন্‌স্পেক্টর ছাহেব সভার সভাপতি ও শান্তিরক্ষক রূপে কার্য্য চালাইয়াছিলেন; প্রত্যেক পক্ষকে বক্তৃতার জন্য ২০ মিনিট করিয়া সময় দেওয়া হইল। বর্ষার জন্য সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইল। প্রায় ১১ টার সময়

বাহাছ আরম্ভ হইল। এক পক্ষে আমাদের মাওলানা ছাহেব অন্য পক্ষে মাওলানা মোছলেম ছাহেব তার্কিক নিযুক্ত হইলেন। মাওলানা ফজলুল্লাহ চিস্তি ও মাওলানা খেলাফত হোছেন সাহেবদ্বয়কে আমাদের পক্ষের কেতাব রাশি বাছিয়া দিতে নিয়োজিত করা হইল।

তৎপরে আমাদের মাওলানা ছাহেব কোর-আন শরিফ হস্তে লইয়া বলিলেন, এই কোর-আন শরিফের ছুরা লোকমানের ১ম রুকুতে আছে :—

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا - اولئك لهم عذاب مهين *

"লোকদিগের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে, 'লাহয়োল-হাদিছ' অবলম্বন করে, এই হেতু যে, (লোকদিগকে) বিনা জ্ঞানে খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে এবং উহা হাসি ঠাট্টারূপে ব্যবহার করে। তাহাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি আছে।

এই আয়তে বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি 'লাহয়োল-হাদিছ' অবলম্বন করে, সে দোজখের কঠিন শাস্তি পাইবে, কাজেই উহা হারাম, কিন্তু 'লাহয়োল-হাদিছ' কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। এইখানা তফছিরে-এবনো-জরির তাবারি, দুনইয়াতে এইরূপ ছহিহ তফছির আর নাই। ইহার ২১ খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

عن سعيد بن جبير عن ابى الصهباء البكرى انه سمع عبد الله بن مسعود و هو يسال عن هذه الآية و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فقال عبد الله الغناء و الله الذى لا اله الا هو يردد ها ثلاث مرات ★

"ছইদ বেনে জোবাএর আবু-ছাহবা বিক্রি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) কে এই

আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে শুনিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদ কেহ নাই, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, 'লাহয়োল-হাদিছ' সঙ্গীতকে বলা হইয়াছে। তিনি এই কথা তিনবার বলিয়াছিলেন।"

এইরূপ হজরত এবনো-আব্বাছ, জাবের, মোজাহেদ, একরামা উহার অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এই কেতাবখানার নাম তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ইহা ৯য় খণ্ডে বিভক্ত, ইহার মূল্য ১৩৫ টাকা, ইহার ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

এবনো-আবিদ্দ নইয়া, এবনো-জরির, এবনোল-মোঞ্জের, হাকেম ও বয়হকী বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাকেম উহা ছহিহ বলিয়াছেন।

হজরত এবনো মছউদ কছম করিয়া বলিয়াছেন, লাহয়োল হাদিছ সঙ্গীতকে বলা হইয়াছে। আরও হজরত এবনো-আব্বাছ উহার অর্থ সঙ্গীত ও তত্তুল্য বিষয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন ;—

فى الاية عند الاكثر يبن ذم الغناء بيا على صوت و قد تضافرت الاثار و كلمات كثير من العلماء الاخيار على ذمه مطلقاً لافى مقام دون مقام ٥

"অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট এই আয়তে উচ্চশব্দে সঙ্গীতের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে এবং নিশ্চয় ছাহাবাগণের রেওয়াএত এবং নেককার বহু আলেমের কথা প্রত্যেক অবস্থাতে সকল প্রকারের সঙ্গীতের নিন্দাবাদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।"

এইখানা মোল্লা জিওনের লিখিত তফছিরে আহমদী, ইহার ৫৫৯—৬০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

কোর-আন শরিফের যে আয়তগুলিতে সঙ্গীত হারাম হওয়া বুঝা যায়, তন্মধ্যে ইহাও একটি আয়ত। আমি বলিয়াছি যে,

ইহাতে সঙ্গীত হারাম হওয়া বুঝা যায়, ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি লাহয়োল-হাদিছ অবলম্বন করে, আল্লাহতায়ালা তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য অপমানজনক শাস্তির ওয়াদা করিয়াছেন।

ফাতাওয়ায় হাম্মাদিয়া, আওয়ারেফ প্রভৃতি কেতাবে আছে, এবনো-আব্বাছ ও এবনো-মছউদ (রাঃ) হলফ করিয়া বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, উহার অর্থ সঙ্গীত করা।

ইহাতেই সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় ছুরা নজমের শেষ আয়ত وانتم سامدون ইহাতেও সঙ্গীত হারাম হওয়া বুঝা যায়।

বয়জবিতে আছে, سامدون 'ছামেদুন' শব্দের অর্থ সঙ্গীত কারিগণ। আওয়ারেফ কেতাবে আছে, হজরত এবনো-আববাছ কছম করিয়া বলিতেন, উহার অর্থ সঙ্গীত করা।

তৃতীয় ছুরা বনিইছরাইলের আয়ত :

واستفزز من استطعت منهم بصوتك ফাতাওয়ায় হাম্মাদিয়া ও আওয়ারেফ কেতাবে আছে, মোজাহেদ বলিয়াছেন ;

এই আয়তে সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। কারণ ইহা ইবলিছ লা'নতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল, ইহার অর্থ এই যে, তুমি আদম সন্তানদিগের মধ্যে যাহাকে পার নিজের শব্দ দ্বারা উত্তেজিত কর, উহা সঙ্গীত, বাদ্য, দফ ইত্যাদি। এই তিনটি আয়ত প্রত্যেক প্রকার সঙ্গীত হারাম করিয়া দিয়াছে। অসংখ্য বিশ্বাসযোগ্য ছহিহ হাদিছ ইহার হারাম হওয়া প্রতিপন্ন করে। ছাহাবাগণের কথাতে প্রত্যেক প্রকার সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রতিপন্ন হয়। তাবিয়ি ও তাবা-তাবেয়ি সম্প্রদায় উহা হারাম বলিয়াছেন, চারি এমাম উহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

৭২ কিম্বা ৭৫ জন এমাম মোজতাহেদ একবাক্যে উহা হারাম বলিয়াছেন।

এইরূপ তফছিরে এবনো-কছিরের ৮/৩/৪ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত এবনো মছউদ, এবনো-আব্বাছ, জাবের, একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর, মোজাহেদ, মকহুল, আমর বেনে শোয়াএব, আলি বেনে বোজায়মা উহার অর্থ সঙ্গীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হাছান বাছারি বলিয়াছেন, এই আয়ত সঙ্গীত ও বাদ্য সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল।

এইরূপ ফৎহোল বায়ানের ৭।২০৮ পৃষ্ঠায় ও দোরেল মনছুরের ৫ ১৫৯ ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মেশকাত শরিফের ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

لما بعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضى يا معاذ قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد فى سنة الله قال اجتهد رائى ولاآلو فضرب رسول الله يده على صدرى و قال الحمد لله الذى وفق رسول الله بما يرضى به رسول الله *

"যে সময় হজরত নবি (ছাঃ) মোয়াজকে ইমনের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, হে মোয়াজ, তুমি কিরূপে বিচার করিবে? ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর কেতাব (কোর-আন) অনুযায়ী বিচার করিব। হজরত বলিলেন, যদি আল্লাহর কেতাবে (উহার ব্যবস্থা) না পাও, (তবে কি করিবে ?) তদুত্তরে তিনি বলেন, রছুলে-খোদার ছুন্নত (হাদিছ) অনুযায়ী বিচার করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি রাছুলুল্লাহর ছুন্নতে (উহার ব্যবস্থা) না পাও, তবে কি করিবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, নিজ রায়ে কেয়াছ করিব এবং (ইহাতে) ত্রুটী করিব

না। তখন রাছুলুল্লাহ নিজের হস্ত আমার বক্ষদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, যে খোদা রাছুলুল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তির অন্তরে এরূপ মত নিক্ষেপ করিয়াছেন – যাহা সেই রাছুলুল্লাহ পছন্দ করেন, তাঁহার প্রশংসা করিতেছি।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যদি কোরআন শরিফে কোন ব্যবস্থা সপ্রমাণ হয়, তবে হাদিছ দ্বারা উহা রদ হইতে পারে না, কারণ কোর-আন শরিফ অকাট্য সত্য বাণী, আর হাদিছ শরিফে রাবিদিগের ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে, কাজেই হাদিছ শরিফের দ্বারা কোর-আনের ব্যবস্থা খণ্ডন হইতে পারে না। যদি কোর-আনের বিপরীত মর্ম্মবাচক কোন হাদিছ পাওয়া যায়, তবে হয় উহা বাতীল হইবে, না হয় উহার এরূপ মর্ম্ম লইতে হইবে, যাহা কোর-আন শরিফের অনুকূল হয়।

ছহিহ বোখারির ১৩০ পৃষ্ঠায় আছে :—

"আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট নবি (ছাঃ) এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলেন যে, আমার নিকট দুইটী বালিকা 'বোয়াছ' যুদ্ধের কবিতা পড়িতেছিল, হজরত বিছানায় শয়ন করিলেন এবং নিজে চেহারা ফিরাইয়া লইলেন। আবুবকর (রাঃ) উপস্থিত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, নবি (ছাঃ) এর নিকট শয়তানের ঝঙ্কার? ইহাতে রাছুলুল্লাহ তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি বালিকাদ্বয়কে ছাড়িয়া দাও। যে সময় তিনি অন্যমনস্ক হইলেন, আমি উভয়কে চক্ষের ইশারা করিলে, তাহারা বাহির হইয়া গেল।"

দ্বিতীয় হাদিছে আছে ;-

"আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবুবকর (রাঃ) এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলেন যে, আনছারি বালিকাগণের মধ্যে দুইটি বালিকা আমার নিকট 'বোয়াছ' এর দিবস যাহা আনছারেরা পরস্পর

বলিয়াছিল তৎসংক্রান্ত কবিতা পড়িতেছিল। হজরত আএশা বলিয়াছেন, বালিকাদ্বয় গায়িকা ছিল না। ইহাতে আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট শয়তানের ঝঙ্কার? উহা ঈদের দিবস ছিল। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুবকর প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে, ইহা আমাদের ঈদ।"

আরও ছহিহ বোখারির ২।৭৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—আফরার পুত্র মোয়াওয়েজের কন্যা রোবাই বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) আমার বাসর কালে আগমন পূর্ব্বক আমার বিছানায় বসিলেন, যেরূপ তুমি আমার নিকট বসিয়া আছ। তখন আমাদের বালিকাগণ দফ বাজাইতে লাগিল এবং আমাদের যে পিতৃগণ বদরের দিবস হত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রাবলী ও গুণাবলী বর্ণনা করিতে লাগিল, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন—তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা জানেন। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি এই কথা পরিত্যাগ কর এবং যাহা বলিতেছিলে, তাহাই বল।

এবনো-মাজার ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে;—

"আমরা আশুরার দিবস মদিনাতে ছিলাম, এমতাবস্থায় কয়েকটা বালিকা দফ বাজাইতে লাগিল।......

ছহিহ মোছলেমের ১।২৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে;—

"তুইটী বালিকা দফ বাজাইতেছিল, উচ্চশব্দে কবিতা পড়িতেছিল। আমাদের মাওলানা মোসলেম ছাহেব হয়ত تغنيان শব্দের অর্থ 'সঙ্গীত করিতেছিল' বলিয়া প্রকাশ করিবেন কিন্তু উক্ত শব্দের অর্থ 'উচ্চ শব্দে কবিতা পড়িতেছিল, উহা আমি পরে সপ্রমাণ করিব।

দ্বিতীয়—তুইটি কিম্বা কয়েকটি বালিকা দফ বাজাইতেছিল, তাহাদের উপর শরিয়তের ব্যবস্থা পালন করা ফরজ নহে, এই

হেতু তাহাদের কার্য্য দ্বারা বালেগ লোকদিগের দফ বাজান জায়েজ হওয়ার দাবি করা যাইতে পারে না।

তৎপরে আমাদের মাওলানা সাহেব বসিয়া পড়িলেন। তৎপরে মাওলানা মোসলেম সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এই মেশ-কাত শরিফের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, একজন দাসী আসিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি মানশা করিয়াছিলাম, যদি আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনেন, তবে আপনার নিকট দফ বাজাইব। তদুত্তরে হজরত বলিলেন, যদি মানশা করিয়া থাক, তবে দফ বাজাও, নচেৎ না।"

এই দাসী-নাবালেগা-ছিল না, আর দ্বিতীয় কথা, গোনার কার্য্যে মানশাকরিলে, উহা পূর্ণ করা জায়েজ হয় না। ইহাতে বুঝা যায়, দফ বাজান জায়েজ আছে।

মেশকাতের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

"আমের বেনে ছা'দ বলিয়াছেন, আমি কোন বিবাহ উপলক্ষে কোবাজা বেনে কা'ব ও আবু মছউদ আনছারির নিকট উপস্থিত হইলাম, তথায় কয়েকটি জারিয়া (বালিকা) تغنيان গান করিতেছিল, আমি বলিলাম, হে রাছুলে খোদার বদরযুদ্ধে যোগ-দানকারি ছাহাবাদ্বয়, তোমাদের নিকট ইহা করা হইতেছে ?

তদুত্তরে উভয়ে বলিলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে উপবেশন কর এবং আমাদের সঙ্গে শ্রবণ কর। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে চলিয়া যাও, কেননা বিবাহের সময় আমাদের জন্য কৌতুক করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। নাছায়ি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। ইহাতে সঙ্গীত করা জায়েজ হওয়া প্রমানিত হয়। আমি আম-লোকের জন্য ইহা জায়েজ বলি না, খাস লোকের জন্য জায়েজ বলি। তৎপরে তিনি বসিয়া পড়িলেন

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এই

কেতাবখানার নাম ছহিহ বোখারি, আকাশের নীচে জমির উপর হাদিছ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছহিহ কেতাব, ইহার ২/৮৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف (الى) و يمسخ قردة و خنازير الى يوم القيمة *

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক শ্রেণী হইবে—তাহারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও 'মায়াজেফ' হালাল জানিবে, (তাহাদের) শেষ দল কেয়ামত অবধি বানর ও শূকররূপে পরিবর্ত্তিত হইবে।"

ফৎহোল-বারি, ১০/৪৪ পৃষ্ঠা ;—

المعازف جمع معزفة بفتح الزاى و هى الات الملاهى و نقل القرطبى عن الجوهرى ان المعازف الغناء و فى حواشى الدمياطى المعازف الدفوف و غيرها مما يضرب

মায়া'জেফ মা'জেফা শব্দের বহুবচন, উহার অর্থ বাদ্যযন্ত্রগুলি। কোরতবি জওহরি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, মায়া'জেফ সঙ্গীতকে বলা হয়। দিমইয়াতির হাশীয়াতে আছে, দফ ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র-গুলিকে মায়া'জেফ বলা হয়।

এইরূপ কোস্তোলানির ৮/২৫৪ পৃষ্ঠায়, আয়নির ১০/৯২ পৃষ্ঠায় ও মেরকাতের ৫/১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ইহাতে বুঝা গেল সঙ্গীতকারীগণ, বাদ্যকারিগণ ও দফ বাদ্যকা-রিগণ বানর ও শূকররূপে পরিণত হইবে। এই হাদিছে উহা হারাম হওয়া স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইল।

যে হাদিছে একটি স্ত্রীলোকের দফ বাজান মানত করার কথা আছে, উহার এক ছনদে আমর বেনে শোয়ায়বের নাম আছে, মিজানোল এ'তেদালের ২।২৮৯—২৯১ পৃষ্ঠায় তাঁহার হাদিছ জইফ

হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও হজরত বলিয়াছিলেন, যদি মানশা করিয়া থাক তবে উহা কর, নচেৎ উহা করিও না, ইহাতেই বুঝা যায় যে, অন্য সময় দফ বাজান জায়েজ নহে। প্রথমতঃ গোনাহ কার্যের মানশা পূর্ণ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, পরে হজরত উহা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

আরও কোন হাদিছে দফ বাজানের অনুমতি বুঝা যায়, আর অন্য হাদিছে উহা হারাম হওয়া বুঝা যায়। এস্থলে হারামের হুকুম বলবৎ হইবে।

আশবাহ-অন্নাজায়ের, ১৩২ পৃষ্ঠা ;—

اذا اختلف الحلال و الحرام غلب الحرام ✪

"যদি হালাল ও হারামে মতভেদ হয়, তবে হারাম (হওয়ার মত) প্রবল হইবে।"

এক্ষণে আসুন, মাওলানা تغنيان কিম্বা تغنيان শব্দের অর্থ দুইটি কিম্বা কয়েকটা বালিকা গান করিতেছিল ব'লয়া দাবি করিয়াছেন, উক্ত প্রকার শব্দের অর্থ গান করিতেছিল নহে।

এবনোল-আছির নেহায়া কেতাবের ৩।১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث اى تنشدان الاشعار التى قيلت يوم بعاث و هى حرب كانت بين الانصار و لم ترد الغناء المعروف بين اهل اللهو و اللعب

"আমার নিকট দুইটি বালিকা বোয়াছের গেনা করিতেছিল, ইহার অর্থ এই যে, উক্ত বালিকাদ্বয় বোয়াছের দিবস যে কবিতাগুলি পাঠ করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় পড়িতেছিল, আনছারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহা বোয়াছ নামে অভিহিত হইয়াছে। হজরত আএশা (রাঃ) ক্রীড়া ও কৌতুককারিদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত অর্থে 'গেনা' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।"

আল্লামা শেখ মোহাম্মদ তাহের 'মাজমায়োল-বেহার' কেতাবের ৩৪২ পৃষ্ঠায় অবিকল ঐরূপ অর্থ লিখিয়াছেন।

আল্লামা কোস্তোলানি 'এরশাদোছ-ছারি' কেতাবের ২।১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

عندى جاريتان اى دون البلوغ من جوارى الانصار (تغنيان) ترفعان اصواتهما بانشاد العرب و هو قريب من الحداء *

"আমার নিকট আনছারদিগের বালিকাদিগের মধ্যে দুইটী বালিকা (নাবালেগা কন্যা) ছিল, তাহারা আরবদিগের কবিতা পড়িতে উচ্চ শব্দ করিতেছিল, ইহা 'হেদা' শব্দের নিকট নিকট মর্ম্মবাচক।

আরও তিনি উহার ২।১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(হজরত আএশার এই উক্তি)—"উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না," শব্দের দ্বারা উভয়ের পক্ষে যে (সঙ্গীত করার) সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছিল, মর্ম্মের হিসাবে তিনি তাহাদের প্রতি (আরোপিত সন্দেহ) খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন ; কেননা (আরবি) 'গেনা' শব্দ উচ্চশব্দ করা, মিষ্ট স্বর করা এবং মিষ্ট স্বরে উষ্ট্র চালান অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, এইরূপ কার্য্যকারি সঙ্গীতকারী নামে অভিহিত হয় না। যে ব্যক্তি স্বর লম্বা ছোট করিয়া উত্তেজনামূলক ও আনন্দবর্দ্ধক সুরে এইরূপ ভাবে কবিতা পাঠ করে যে, উহাতে কুৎসিত কার্য্যের ইঙ্গিত করা হয় কিম্বা এরূপ ভাব প্রকাশ করা হয় যে, স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত করে এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে, ইহা হারাম হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ নাই ;

মেরকাত, ২/২৪৯ পৃষ্ঠা ;—

ترفعا اصواتهما بانشاد الشعر قريبا من الحداء فى رواية البخارى و ليستا بمغنيتين اي لا تحسنان الغناء و لا يتخذناه كسبا و صنعة و لا تعرفان به *

"উক্ত বালিকাদ্বয় কবিতা পাঠ করিতে নিজেদের শব্দ উচ্চ করিত, যেরূপ উট চালাইতে উচ্চ শব্দ করা হয়। বোখারির রেওয়াএতে আছে, তাহারা সঙ্গীতকারিণী ছিল না-অর্থাৎ তাহারা সঙ্গীত ভাল জানিত না, উহা পেশা ও ব্যবসায় করিয়া লইয়া ছিল না এবং উহা বুঝিত না।"

আল্লামা এবনোল-হাজ্জ মদখল কেতাবের ১/১৫৭/১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

কতক লোক সঙ্গীত হালাল হওয়া সম্বন্ধে (হজরত) আএশার রেওয়াএতটি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট আনসারী দুইটি বালিকা আনসারেরা বোয়াছের দিবস যাহা পাঠ করিয়াছিল, তাহা 'গেনা' করিয়াছিল।

ইহার উত্তর এই যে, তুমি প্রথমে গেনা শব্দের মর্ম্ম অবগত হও, উহা এই যে, গেনা শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত দুই প্রকার অর্থ আছে, এস্থলে উক্ত হাদিসটির আভিধানিক অর্থ গৃহীত হইবে। হজরত আএশার এই কথা যে, বালিকাদ্বয় 'গেনা' করিতেছিল-অর্থাৎ তাহারা কবিতা পাঠ করিতে উচ্চ শব্দ করিতেছিল। আমরা কবিতা পাঠ নিষেধ করি না এবং হারাম বলি না। কবিতা ঐ সময় নিষিদ্ধ গেনা হয়—যখন কবিতা পাঠকারী উহার শব্দ মুখের মধ্যে ঘুরাইতে থাকে, রাগ-রাগিনী করিতে থাকে এবং এরূপ কার্য্য করিতে থাকে যে, আনন্দ উৎপাদন করে এবং অন্তর অর্থাৎ প্রকৃতি নিহিত কাম ভাব উত্তেজিত করে। যে ব্যক্তি সঙ্গীত করিতে নিজের শব্দ উচ্চ করে, সে রাগরাগিনী করে, রিপুর শান্তি প্রদান করে এবং আনন্দ উৎপাদন করে। যে কবিতা অন্তরে স্ফূর্তি প্রদাতা আনন্দদায়ক হয়, তাহাই নিষিদ্ধ ও দূষিত। উক্ত হাদিস হইতে বুঝা যায় না যে, উক্ত বালিকা-দ্বয়ের স্বর স্ফূর্তি প্রদাতা আনন্দদায়ক ছিল। ইহাই এই মসলার

নিগূঢ় তত্ত্ব, তুমি ইহা বুঝিয়া রাখ।

বোখারি এই হাদিছটি (হজরত) আএশার (রাঃ) ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি উহার শেষে বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না, ইহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গীত করা অস্বীকার করিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ এই যে, (হজরত) আএশার বালেগা হওয়ার পরে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সমূহের নিন্দাবাদ ব্যতীত উল্লিখিত হয় নাই, যেরূপ আমি বর্ণনা করিয়াছি। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কাছেম বেনে মোহাম্মদ সঙ্গীতের নিন্দাবাদ করিতেন, ইনি তাঁহার নিকট এলম ও আদব শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টিকার ১/২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

কাজি বলিয়াছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় যুদ্ধ, বীরত্ব ও পরাক্রম সংক্রান্ত কবিতাবলী পাঠ করিতেছিল, গেনা শব্দের অর্থ কবিতা পাঠ করিতে উচ্চ শব্দ করা। এই হেতু হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না—অর্থাৎ সঙ্গীতকারিণী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ আগ্রহ বর্দ্ধন, কামনা বাসনা উৎপাদন, কুৎসিত কার্য্যগুলির ইঙ্গিত, সুন্দরিদিগের রূপ বর্ণনা, রিপু উত্তেজিত, রিপুর কামনা ও স্ত্রীলোকদের প্রেমবার্ত্তা জাগরিত করিয়া থাকে, উক্ত বালিকাদ্বয় সেইরূপ সঙ্গিতকারিণী ছিল না। যেরূপ বলা হইয়া থাকে, সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র। উক্ত বালিকাদ্বয় যে সঙ্গীতে রাগরাগিণী থাকে, যাহা স্থির ব্যক্তিকে বিচলিত করে এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে, উহাতে দক্ষ ও প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহা পেশা ও ব্যবসায় করিয়া লইয়া ছিল না। আরবেরা কবিতা পাঠ করাকে গেনা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, ইহা যে 'গেনা' লইয়া মতভেদ হইয়াছে,

উহার অন্তর্গত নহে, বরং উহা মোবাহ। ছাহাবাগণ যে 'গেনা'র অর্থ কেবল কবিতা পাঠ ও মিষ্ট স্বরে পাঠ করা, আরবদিগের এই গেনা তাঁহারা জায়েজ স্থির করিয়াছেন, আরও তাঁহারা মিষ্ট আওয়াজে উট চালান জায়েজ রাখিয়াছেন এবং উহা নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাতে করিয়াছিলেন।"

আল্লামা এবনো-হাজার 'ফৎহোল বারি'র ২/৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"একদল ছুফি এই অধ্যায়ের হাদিছ দ্বারা বাদ্যসহ কিম্বা বিনা বাদ্য সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা মোবাহ হওয়ার দলীল পেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রতিবাদে ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, (হজরত) আএশা (রাঃ) পরবর্ত্তী অধ্যায়ের হাদিছে প্রকাশ করিয়াছেন, "উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না।" ইহাতে শব্দের হিসাবে উক্ত বালিকাদ্বয়ের (সঙ্গীতকরার) যে সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছিল, অর্থের হিসাবে তাহার খণ্ডন করিয়া দিলেন, কেননা 'গেনা' উচ্চ শব্দ করা, মিষ্ট স্বরে পাঠ করা যাহাকে আরবেরা নছব বলিয়া থাকেন এবং মিষ্টস্বরে উট চালান (এই তিন অর্থে) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ কার্য্যকারীকে গায়ক বলা হয় না। যে ব্যক্তি রাগ-রাগিণী সহ উত্তেজক ও মনাকর্ষণকারী স্বরে কবিতা পাঠ করে—যাহাতে মন্দ কার্য্যের ইঙ্গিত বা স্পষ্ট ভাব থাকে, তাহাকেই গায়ক বলা হয়। কোরতবি বলিয়াছেন, (হজরত) আএশা এই বাক্য "উক্ত বালিকাদ্বয় সঙ্গীতকারিণী ছিল না।" ইহার অর্থ এই যে, উভয়ে সঙ্গীত অবগত ছিল না—যেরূপ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকারিণী স্ত্রীলোকেরা উহা অবগত থাকে, ইহাতে তিনি সঙ্গীতকারী লোকদের নিকট যে সঙ্গীত প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার খণ্ডন করিলেন, উক্ত প্রচলিত সঙ্গীত স্থির চিত্তকে বিচলিত করে এবং গুপ্ত কামনাকে উত্তেজিত করে;

যে কবিতায় স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্যের ও মদ ইত্যাদি হারাম বিষয়ের বর্ণনা থাকে, এইরূপ কবিতার সঙ্গীত হইলে, উহা হারাম হওয়াতে কাহারও মতভেদ নাই। সুফিগণ এ সম্বন্ধে যে বেদয়াত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, উহা হারাম হওয়াতে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু অনেক দরবেশের উপর কামশক্তি এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, তাহাদের অনেকের মধ্যে উন্মাদ ও বালকদের কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তালে তাল মিশাইয়া সুরেসুর মিশাইয়া নৃত্য করিয়া থাকে এবং তাহাদের একদলের মধ্যে এতদুর নির্লজ্জ ভাব প্রবেশ করিয়াছেযে, উহা নৈকট্যের অবলম্বন ও সৎকার্য্যের অন্তর্গত স্থির করিয়া লইয়াছে, আর উহা উন্নত পদের ফলোদায়ক ধারণা করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় কাফেরির চিহ্ন ও বাতীল মতাবলম্বিদিগের মত।"

এইরূপ আল্লামা বদরদ্দিন ছহিহ বোখারির টিকা আয়নির ৩/৩১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, মাওলানা যে হাদিছগুলি দ্বারা গান বাদ্য হালাল হওয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, উাহাতে গানবাদ্য হালাল হইল না।

এমাম গাজ্জালী-শাফেয়ী যে পাচ শর্ত্তের সহিত ছেমা হালাল বলিয়াছেন, মাওলানা ইহা প্রমান স্বরূপ পেশ করিতে পারেন না কারণ তাঁহার শিষ্যের নামে চুল লম্বা রাখা সম্বন্ধে যে কেতাবখানা প্রণীত হইয়াছে, উহাতে লিখিত আছে, এমাম গাজ্জালী যে চুলের বেনী রাখা মকরুহ হওয়া সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার প্রতিবাদে উক্ত পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, ইনি আমাদের মজহাবের এমাম নহেন, কাজেই তাঁহার মত গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না। আমরাও বলি, মাওলানা ছেমা সম্বন্ধে তাঁহার মতধরিতে পারেন না। তিনি শাফেয়ি মজহাবের আলেম, রফা-ইয়াদান করিতেন, এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িতেন,

গোশাপ ভক্ষণ করিতেন, মাওলানা কি এই সমস্ত কার্য্য করিবেন ? ইহা বলিয়া মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব বসিয়া গেলেন।

মাওলানা মোসলেম ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, শামী কেতাবে লিখিত আছে, তিনি খাস লোকের জন্য ছেমা জায়েজ বলিয়াছেন। হজরত বড় পীর ছাহেব ছেমার কথা স্বীকার করিয়াছেন। আল্লামা শওকানি এবতালে-দাওয়ায়-এজমা কেতাবে লিখিয়াছেন, এবনো-হাজম সঙ্গীত বাদ্য হালাল বলিয়াছেন।

আমি সাধারণ লোককে গান করিতে নিষেধ করি, যে খাস লোকেরা আল্লাহর মহব্বতে বিভোর, তাহাদের জন্য জায়েজ বলি। ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া গেলেন।

তৎপরে মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এই কেতাব খানার নাম তেরমেজি শরিফ, ইহার ২/৪৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি লিখিত আছে ;—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় আমার উম্মত পনরটি কার্য্য করিবে, তাহাদের উপর আছমানি বিপদ উপস্থিত হইবে। যখন দেশের কর (খাজানা) ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইবে, গচ্ছিত বস্তু, লুণ্ঠিত দ্রব্য ও জাকাত জরিমানার ন্যায় বুঝা যাইবে, নিজের স্ত্রীর আদেশ পালন করিবে, নিজের মাতাকে কষ্ট দিবে, নিজের পিতাকে তাড়াইয়া দিবে, নিজের বন্ধুকে আশ্রয় প্রদান করিবে, দলের নেতা বদকার ব্যক্তি হইবে, সম্প্রদায়ের কর্ত্তা তাহাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইবে, লোককে তাহার অনিষ্টের আশঙ্কায় সম্মান করা হইবে, মছজেদে উচ্চ শব্দ প্রকাশ হইবে, রেশম পরিধান করা হইবে, বিবিধ প্রকার সুরা পান করা হইবে, গায়িকা সকল ও বাদ্য যন্ত্র সমূহ প্রকাশিত হইবে, এই উম্মতের শেষ দল প্রাচীন উম্মতের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিবে, তোমরা সেই সময়ে লোহিত ঝটিকা, ভূমিকম্প, জমি ধ্বসিয়া যাওয়া, রূপ

পরিবর্ত্তন, প্রস্তর বর্ষণ ও অন্যান্য নিদর্শন সমূহের অপেক্ষা কর—যাহা ধারাবাহিক ভাবে আসিবে, যেরূপ ছিন্ন হারের দানাগুলি পর পর পড়িতে থাকে।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, সঙ্গীত বাদ্য খোদার গজব আনয়ন করার অবলম্বন, কাজেই ইহা হারাম হইবে।

আয়নি, ১০/৯৪ পৃষ্ঠা ;—

فی کتاب سعید بن منصور عن ابی ہریرۃ یرفعہ یمسخ قوم من امتی آخر الزمان قردۃ و خنازیر قالوا یا رسول اللہ و یشھدون انک رسول اللہ و ان لا الہ الا اللہ قال نعم و یصلون و یصومون و یحجون قالوا فما بالھم یا رسول اللہ قال اتخذوا المعازف و القینات و الدفوف و یشربون ھذہ الاشربۃ فباتوا علی لھوھم و شرابھم فاصبحوا قردۃ و خنازیر ★

ছইদ বেনে মনছুরের কেতাবে আবু হোরায়রার রেওয়াএতে আছে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একদল লোকের রূপ বানর শূকর রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, তাহারা কি আপনার রেছালাত ও খোদাতায়ালার অহ্‌দানিএতের সাক্ষ্য প্রদান করিবে ? হজরত বলিলেন, হাঁ, আরও তাহারা নামাজ পড়িবে, রোজা করিবে এবং হজ্জ করিবে। ছাবাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, তবে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে ? হজরত বলিলেন, তাহারা বাদ্য-যন্ত্র সকল, গায়িকা সকল ও দফ সকল ব্যবহার করিবে এবং এই মদগুলি পান করিবে, তাহারা তাহাদের ক্রীড়া ও মদ পানে রাত্রি যাপন করিবে এবং প্রভাতে বানর ও শূকর রূপে পরিণত হইবে।

এবনোল-কাইয়েম 'এগাছাতোল-লাহফান' কেতাবের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এবনে-মাজা নিজ ছোনান গ্রন্থে এছনাদ সহ লিখিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্যই আমার উম্মতের মধ্যে কতকগুলি লোক মদ পান করিবে, উহাকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, তাহাদের মস্তকের নিকট বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজান ও গায়িকা সকল (আনয়ন করা) হইবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলিবেন ও তাহাদের কতকগুলিকে বানর ও শূকর রূপে পরিণত করিবেন। এই হাদিছটী ছহিহ।"

তিনি যে শামী কেতাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার ৫/৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

প্রত্যেক ক্রীড়া ও কৌতুক এবং উহা দর্শন ও শ্রবণ ঘৃণিত কার্য্য ; যথা নর্ত্তন কুর্দ্দন করা, বিদ্রূপ করা, করতালী দেওয়া, তানপুরা, সারঙ্গী, কানুন, বেণু, মন্দিরা এবং বৃহৎ বংশীবাদ্য প্রভৃতি। কেননা এই সমস্ত গর্হিত কার্য্য এবং ইহা কাফেরদিগের রীতি দফ, মুরলী প্রভৃতির বাদ্যও হারাম।

আরও ৫/৩৪২ পৃষ্ঠা ;—

তাতারখানিয়াতে 'ওউন' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যদি কোরাণ ও হাদিছের ছেমা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে, আর সঙ্গীতের ছেমা বিদ্বানগণের এজমা মতে হারাম। যে ছুফি উহা মোবাহ বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তির জন্য (বলিয়াছেন), যিনি ক্রীড়া কৌতুক হইতে শূন্য, খোদার ভয়ে পূর্ণ, কিন্তু ইহার ছয়টী শর্ত্ত আছে—প্রথম এই যে, তাহাদের মধ্যে দাড়ী বিহীন বালক না থাকে। দ্বিতীয় তাহাদের দল তাহাদের সমশ্রেণী (নফছ-মারা অলি) হন।⋯

তিনি ছয়টী শর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছেন, শেষে যে কথাটি লিখিয়াছেন মাওলানা তাহা বাদ দিয়াছেন। উহা এই ;—মূল কথা, বর্ত্তমান কালে ছেমার অনুমতি নাই। কেননা (হজরত) জোনাএদ (রাঃ)

ছেমা হইতে তওবা করিয়াছিলেন।

মাওলানা যে আল্লামা শওকানির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইনি শিয়া জয়দিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, এইরূপ একজন শিয়া আলেমের কথা ছুন্নিদিগের সমক্ষে পেশ করা উচিত হয় নাই। ★

তিনি এবনো-হাজমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কেয়াছ অমান্যকারি অহাবি ছিলেন, তাহার কথা ছুন্নিগণের সমক্ষে পেশ করা সঙ্গত হইবে কি?

এমাম নবাবী মোকাদ্দমার ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لم يصب ابو محمد بن حزم الظاهرى حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا فى الصحة و استروح الى ذلك فى تقرير مذهبه الفاسد فى اباحة الملاهى و زعمه انه لم يصح فى تحريمها حديث o

কেয়াছ অমান্যকারী আবু মোহম্মদ এবনো হাজম সহিহ হাদিছকে মোনকাতা (জইফ) স্থির করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মতে গান বাজনা সম্বন্ধে কোন হাদিছ ছহিহ হয় নাই, সমস্ত প্রকার ক্রীড়া কৌতুক হালাল, তিনি নিজের এই বাতীল মত সপ্রমাণ করা উদ্দেশ্যে এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। o

---

★ ইনি দোরারে বাহিয়া কেতাবে লিখিয়াছেন, মদ পাক, শৃগাল, কুকুর, বাঘ, ভল্লুকের মল মূত্র পাক, নয়টি স্ত্রীলোককে এক সঙ্গে নেকাহ করা হালাল যে যুবকের দাড়ী উঠিয়াছে সেও আজনবি স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করিতে পারে, ইহাতে দুধের কয়েক রেশতা হারাম হইবে, আরও অনেক কুমত আছে। মাওলানা এই মতগুলি মানিবেন কি?

o এই এবনো হাজমের কুমতগুলি জানিতে ইচ্ছা করিলে, মৎপ্রণীত ছায়েকাতোল মোছলেমিন পাঠ করুন।

এই কেতাবখানার নাম আলমগীরি, আলমগীর বাদশাহ ৭০০ বড় বড় আলেম সংগ্রহ করিয়া এই কেতাবখানা সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, ইহার ৫/৩৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

السماع و القول و الرقص الذى يفعله المتصوفة فى زماننا حرام لا يجوز القصد اليه و الجلوس عليه و هو الغناء و المزامير سواء و جوزه اهل التصوف احتجوا بفعل المشائخ من قبلهم -- قال و عندى ان ما يفعلونه غير ما يفعله هؤلاء فان فى زمانهم ربما ينشد واحد شعرا فيه معنى يوافق احوالهم فيوافقه و من كان له قلب رقيق اذا سمع كلمة توافقه على امر هو فيه ربما يغشى على عقله (الى) و لا يظن فى المشائخ انهم فعلوا مثل ما يفعل اهل زماننا من اهل الفسق و الذين لا علم لهم باحكام الشرع و انما يتمسك بافعال اهل الدين كذا فى جواهر الفتاوى *

ছেমা, কাওয়ালি এবং নর্ত্তন কুর্দ্দন যাহা বর্ত্তমানকালের ছুফি নামধারিগণ করিয়া থাকে তাহা হারাম, তথায় গমন করা উহার নিকট উপবেশন করা জায়েজ নহে। ছেমা, সঙ্গীত ও বাদ্য একই তুল্য। ছুফি নামধারিগণ উহা জায়েজ বলিয়াছেন এবং প্রচীন পীরগণের কার্য্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মতে ইহারা যাহা করিয়া থাকে, প্রাচীন বোজর্গগণ তাহা করিতেন না, কেননা তাহাদের জামানায় অনেক ক্ষেত্রে কেহ তাহাদের অবস্থার অনুকুল মর্ম্ম সূচক একটি শ্লোক পাঠ করিত,······আর কোমল হৃদয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার অনুকুল কোন কথা শ্রবণ করিলে, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে, প্রাচীন পীরগণের সম্বন্ধে ইহা ধারণা করা যাইতে পারেনা যে, নিশ্চয় আমাদের সমসাময়িক ফাছেক ও শরিয়তের আহকাম অনভিজ্ঞ লোকেরা

যেরূপ কর্য্য করিয়া থাকে, তাঁহারা সেই প্রকার কার্য্য করিতেন। কেবল দিনদারদিগের কার্য্য প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই মাওলানা বড়পীর ছাহেবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বড়পীর ছাহেব গুনইয়া তোত্তালেবিন কেতাবের ১০০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আমি ছেমার কথা লিখিলাম, যদিও আমি ছেমা কাওয়ালী, বংশী ধ্বনী ও নর্ত্তন কুর্দ্দন জায়েজ রাখি না এবং ইতিপূর্ব্বে উহার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছি, তথাচ আমি এই জন্য উহা বর্ণনা করিয়াছি যে, আমার জামানার লোকেরা নিজেদের এবাদতখানা ও মজলিশে উহার আগ্রহ করিয়া থাকে।"

আরও পীরান পীর উক্ত কেতাবের ১০০১/১০০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"সত্য মুরিদের (এশকের) অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হয় না তাহার প্রেমাষ্পদ (মহবুব) অনুপস্থিত নহেন, তাহার প্রিয়বন্ধু অপরিচিত নহেন, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা অধিকতর নৈকট্য, স্ফূর্ত্তি ও দান লাভ করেন; তাহার বাঞ্ছিত প্রতিপালকের কথা ব্যতীত তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারেনা এবং তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারেনা, এই অবস্থায় তাহার পক্ষে কবিতা (গজল), সঙ্গীত, আওয়াজ, শয়তানের শরিক, প্রবৃত্তির বাহক, নফছ ও মেজাজের আরোহী এবং প্রত্যেক শব্দের অনুচরদের হা, হু শব্দ অনাবশ্যক।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, প্রকৃত মুরিদ খোদার কালামে উন্মত্ত হইয়া থাকে; ফাছেক, শয়তানের অনুচর ও নফছের দাস কাওয়ালীখাঁদিগের সঙ্গীত, কাওয়ালী, কবিতা, বাদ্য ইত্যাদির ছেমা শ্রবণ তাহার কার্য্য নহে।

আরও পীরান পীর উক্ত কেতাবের ১০৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

"দরবেশ ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন কারী কিম্বা পাঠককে কোরআনের পরিবর্ত্তে কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ না করে, যেরূপ বর্ত্তমান জামানার রীতি হইয়াছে। যদি তাহারা নিজেদের ইচ্ছায় সংসার বৈরাগ্যে ও কার্য্যে সত্যবাদী হইত, তবে আল্লাহতায়ালার কালাম শ্রবণ ব্যতীত তাহাদের হৃদয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকম্পিত হইত না, কেননা উহা তাহাদের প্রেমাস্পদের (মহবুবের) কালাম ও ছেফাত, ইহাতে উক্ত মহবুবের বর্ণনা, প্রাচীন, পরবর্ত্তী ও আগামী অলিগণ, প্রেমিক (আশেক) প্রেমাষ্পদ (মাশুক), মুরিদ ও মোরাদের সমালোচনা আছে। যখন তাহাদের সত্যতা ও ইচ্ছাতে ত্রুটী হইয়াছে, তাহাদের দলীলহীন দাবী, মিথ্যা রীতি পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে, বাতেনী বিবেক, সত্য অন্তর, মা'রেফাত মোকাশাফা, অপূর্ব্ব এলম গুপ্ত তত্বজ্ঞান, নৈকট্য, ভক্তি, প্রিয়পাত্রের সান্নিধ্য, হাকিকিছেমা অর্থাৎ বিদ্বানগণের, খাস অলিগণের, আবদাল ও শরিফগণের পক্ষে খোদার ব্যবস্থা স্বরূপ হাদিছ ও কোরআন হইতে তাহাদের অন্তর বঞ্চিত হইয়াছে, তখন তাহারা কাওয়ালী কবিতা ও গজলাদির উপর আগ্রহান্বিত হইয়াছে— যাহা নফছ ও নফছের অনুচরগণের অগ্নি উত্তেজিত করে, দেল ও রুহের আসক্তগণকে উত্তেজিত করিতে পারে না।"

এখন আপনারা শুনিলেন ত হজরত বড়পীর ছাহেব রাগ-রাগিনী সহ গজল পাঠ, সঙ্গীত, কাওয়ালী, নর্ত্তন কুর্দ্দন করা কিরূপ দূষিত বস্তু বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই মাওলানা যখন কাদেরিয়া তরিকার মুরিদ হওয়ার দাবি করেন, তখন তিনি নিজের তরিকার পীরের নাফরমান হইলেন কি না?

আরও পীরান পীর গুনইয়া তোত্তালেবিন কেতাবের হাসিয়ায় মুদ্রিত ছের্‌রোল আছরার কেতাবের ২/১৬৮/১৭০ পৃঃ লিখিয়াছেন:-

و هم اثنى عشر صنفا الصنف الاول السنيون و هم الذين اقوالهم و افعالهم موافقة للشريعة و الطريقة و البواقى بدعيون - و اما الحالية فانهم يقولون الرقص و ضرب اليد حلال و اما الشمرانية فانهم يحلون الدف و الطنبور و باقى الملاهى و لا حلال بينهم من جهة النساء و هم كفار و دمهم حلال ★

"মা'রেফাত দাবিকারি ফকির ১২ দলে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে একদল ছুন্নি, ইহাদের কথা ও কার্য্য সকল শরিয়ত ও তরিকতের অনুকুল, অবশিষ্ট দলগুলি বেদয়াতি। একদল হালিয়া, ইহারা নৃত্য করা ও হাতে তালি দেওয়া হালাল বলিয়া থাকে। আর একদল শামরানিয়া, ইহারা দফ, তানপুরা ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুক হালাল জানিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে হালাল (হারামের) বাদ বিচার নাই; ইহারা কাফের ইহাদের রক্তপাত করা হালাল।"

মাওলানা যে পীরের তরিকাধারী, তিনিই দফ বাজান হারাম বলিয়া ফৎওয়া দিলেন, এক্ষণে মাওলানার তওবা করা উচিত কি না?

ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে মাওলানা মোছলেম ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, রাকছ করা কাহারও মতে জায়েজ। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব ছেমা জায়েজ বলিয়াছেন, বড় বড় পীরেরা (কাওয়ালী) করিয়াছেন, ছেমা হারাম বলিলে তাঁহাদিগকে হারামকারি বলা হয়। কাওয়ালীকে হারাম বলিতে পারি না, এইরূপ লোকদিগকে হত্যা করার হুকুম দেওয়া কি ঠিক হইবে?

ইহার পরে তাঁহার কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া আসিতেছিল, তিনি আমতা আমতা করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গী বন্ধুগণ অনিমেষ নেত্রে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া আমাদের

বীর শেরে বাবর মাওলানার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং ক্রমশঃ লজ্জা ও লাঞ্ছনার কালিমা তাহাদের মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিতেছিল ; বীর বিক্রমে আমাদের মাওলানা পুনরায় এই মছলা সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। পীর কুলের শিরোমণি মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ছাহেব ফাতাওয়ায় অজিজিয়ার ১/৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"কোরান ও হাদিছ দ্বারা সঙ্গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, কতক লোক ক্রীড়াজনক কথা অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, (লোককে) খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে।" তফছিরে মায়ালেমে হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, এবনো আব্বাছ, হাছান বাছারি, একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রীড়াজনক কথার মর্ম্ম গীত, বেণু, বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজান। তফছিরে মাদারেকে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবনো-মছউদ ও এবনো আব্বাছ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্রীড়াজনক কথা গীত। দোররোল মায়ানি কেতাবে আছে, উহার অর্থ গীত ও বাদ্যযন্ত্র সকল। তফছিরে কাশ্যাফে উহার অর্থ গীত করা ও সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া। মোগনিতে আছে, এই আয়েতে সঙ্গীত হারাম হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহা হালাল জানিবে সে কাফের হইবে। তফছিরে ছায়ালাবিতে আছে, উহার অর্থ সঙ্গীত, শারিঙ্গী, দফ, ছেতার ও তানপুরা বাদ্য ; তৎসমুদয় উক্ত আয়তে হারাম হইয়াছে যে ব্যক্তি উহা হালাল ধারণা করিবে, কাফের হইবে। এমাম এবনে আবিদ্দুনইয়া ও বয়হকি এমাম শাযাবি হইতে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন—খোদা গায়ক ও উহার শ্রোতার উপর লা'নত করিয়াছেন। এমাম কোরতবী ও খতিব বগদাদী বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত (ছাঃ)

সঙ্গীত করিতে ও উহা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।” ছোনানোল হোদা কেতাবে হজরত এবনো ওমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, “নবি (ছাঃ) সঙ্গীত করা ও উহা শ্রবণ করা নিষেধ করিয়াছেন ” মোগনি কেতাবে এই হাদিছটী আছে—“যেরূপ পানি উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, সেইরূপ সঙ্গীত মোনাফেকি উৎপন্ন করে।” এহইয়াওল উলুমে হজরত মোয়াজ বেনে জাবাল হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে,— “হজরত বলিয়াছেন, ইছলাম ধর্ম্মে ক্রীড়া-কৌতুক, বাতিল কার্য্য ও সঙ্গীত দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। এমাম তেরবানি হজরত এবনো ওমার (রাঃ) হইতে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, গায়িকা খোদার কোপ, উহার গীত হারাম। বয়হকি শোয়াবোল ইমানে হজরত জাবের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ বারি শষ্য উৎপন্ন করে, সেইরূপ সঙ্গীত কপট ভাব উৎপন্ন করে।” হাকায়েক কেতাবে আছে ;— সঙ্গীত করা এবং উহা শ্রবণ করা পাপ। মোজমারাত কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি সঙ্গীত হালাল বলে, সে পাপিষ্ঠ হইবে। এখতিয়ারোল ফাতাওয়া কেতাবে আছে, রাগ রাগিনী সহ কোরআন পাঠ করা এবং উহা শ্রবণ করা কদর্য্য কার্য্য। যে হেতু উহা পাপিষ্ঠ দিগের গীত করার তুল্য কার্য্য। ফাতাওয়ায় বয়হকিতে আছে, সঙ্গীত করা, শ্রবণ করা এবং দফ, বাদ্য ও সমস্ত প্রকার ক্রীড়া হারাম, তৎসমস্ত হালাল ধারণা করিলে, কাফের হইতে হয়। খোদা উক্ত দরবেশ ও নিরক্ষরদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন—যাহারা উপরোক্ত গীত বাদ্যে সংলিপ্ত হইয়াছে ; কারণ তাহাদের কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। জামেয়োল ফাতাওয়াতে আছে, গীত বাদ্য শ্রবণ করা, উহার নিকট উপবেশন করা, বংশী বাজান ও নর্ত্তন কুর্দ্দন করা সমস্তই হারাম। যে ব্যক্তি তৎসমুদয় হালাল ধারণা করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

ফাতাওয়ায় হাম্মাদিয়াতে নাফে কেতাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত করা সমস্ত ধর্ম্মেই হারাম। নেহায়া গ্রন্থে আছে--সঙ্গীত করা, তানপুরা, শারিঙ্গী, দফ ও তত্তুল্য বাদ্যযন্ত্র বাজান হারাম ও গোনাহ, ইহার প্রমাণ ছুরা লোকমানের আয়ত। এই সমস্ত রেওয়াএত ধার্ম্মিক প্রবর, বিদ্বান্ কুলের গৌরব পীর কুলের মস্তক-মণি শেখ আহমদ ছারহান্দি (রঃ) র রচিত কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও তিনি ৭৭ জন ফেকহ তত্ত্ববিদ বিদ্বানের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা একবাক্যে সঙ্গীত হারাম হওয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই সত্য মত এই সত্যমত ব্যতীত আর সমস্তই ভ্রান্তপথ বা বাতীল।

তাহতাবি, ৪/১৭৩ পৃষ্ঠা ;—

"কাহাস্তানিতে লিখিত আছে, ইবলিছই প্রথমে সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ছামিরীর শিষ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে নর্ত্তন কুর্দ্দন ও ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। যে সময়ে ছামিরী স্বীয় শিষ্যদিগের জন্য রক্তমাংসময় শব্দকারী গোবৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সময়ে তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়াছিল এবং ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা কাফেরদের ও গোবৎস পুজকদের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-দ্রোহিরা মুছলমানদিগকে কোরাণ পাঠ হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বংশী বাদ্য সৃষ্টি করিয়াছিল; ইহা তফছিরে কোরতবীতে আছে। তরিকায়-মোহম্মদীতে আছে, কোরাণ শরিফ স্পষ্টভাবে নর্ত্তন কুর্দ্দন নিষেধ করিয়াছে: জখিরা কেতাবে উহা মহা গোনাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে রাজি বলিয়াছেন, উহার হারাম হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে। জালালদ্দিন গিলানি বলিয়াছেন, উহা হালাল ধারণা করিলে কাফের হইতে হয়।"

আরও ১৭৭ পৃষ্ঠা ;—

মোলতাকার টিকায় লিখিত আছে, বর্ত্তমান কালের ছুফিগণ জেকরের সময় সঙ্গীতের ন্যায় উচ্চ শব্দ করিয়া থাকে, উহা হারাম উহার নিকট গমন করা এবং উপবেশন করাও জয়েজ নহে। প্রাচীন কালের ছুফিগণ এইরূপ কার্য্য করেন নাই। হজরত নবি (ছাঃ) উপদেশ ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সমন্বিত শরিয়ত সিদ্ধ কবিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সঙ্গীত হালাল হওয়া প্রমাণিত হয় না। হজরত নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক ভূমিতে বিলুণ্ঠীত হওয়ার (জজবা ভাব প্রকাশ করার) যে হাদিছ বর্ণিত আছে, তাহা ছহিহ নহে। ছর্‌রি-ছাক্‌তি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় উপনিত হইয়াছে যে, যদি তাহার মুখমণ্ডলে তরবারির আঘাত করা হয়, তথাপি উহাতে বেদনা অনুভব না করে, কেবল সেইরূপ ব্যক্তির জজবা সিদ্ধ হইবে।

তফছিরে মায়ালেম, ৬/৬১ পৃষ্ঠা ;—

"আল্লাহ অলিউল্লাহদিগের লক্ষণ প্রকাশে বলিয়াছেন, তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং খোদার জেকেরে তাঁহাদের অন্তর শান্তি প্রাপ্ত হয়। খোদা তাঁহাদের এরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই যে, তাহারা হতজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া পড়েন, ইহা বেদয়াতি সম্প্রদায়ের মধ্যে হইয়া থাকে, ইহা শয়তান কর্ত্তৃক হয়।

(হজরত) ওরওয়ার পুত্র, জোবাএরের পৌত্র আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আমার দাদি (হজরত) আবুবকরের (রাঃ) কন্যা আছমা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে সময় নবি (ছাঃ)এর ছাহাবাগণের নিকট কোরআন পাঠ করা হইত, তাঁহারা কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, মহিমান্বিত ও মহা গৌরবান্বিত আল্লাহ তাঁহাদের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সেইরূপ ভাবাপন্ন হইতেন—তাঁহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইত এবং তাঁহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠিত। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম

বর্ত্তমান কালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—যখন তাহাদের নিকট কোরান পাঠ করা হয়, তখন তাহাদের কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি খোদার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।”

তফছিরে খাজেন, ৬/৬৬১ পৃষ্ঠা ;—

(“হজরত) এবনো ওমার (রাঃ) একজন ইরাকবাসি ভূলুণ্ঠিত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, ইহার অবস্থা কি ? লোকে বলিল, যখন তাহার নিকট কোর-আন পাঠ করা হয় অথবা সে আল্লাহুর জেকর শ্রবণ করে, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে (হজরত) এবনো ওমার (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমরা খোদার ভয় করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভূ-পতিত হইনা। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে কাহারও উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহা নবি (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের কার্য্য ছিল না।

যাহাদের নিকট কোরাণ শরিফ পড়া হইলে, অচৈতন্য হইয়া পড়ে, (হজরত) এবনো-ছিরিনের নিকট তাহাদের সমালোচনা করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হউক যে, তাহাদের কেহ গৃহের উপরি ভাগে (উর্দ্ধ চূড়াতে) দুই পদ বিস্তার পূর্ব্বক উপবেশন করুক, তৎপরে তাহার নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোরাণ পড়া হউক, ইহাতে যদি সে ব্যক্তি আপনাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে, তবে সে সত্যবাদী।”

আল্লামা এবনো আমির হাজ্জ মদখল কেতাবের ২।১৫৮।১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

“যদি প্রশ্ন করা হয় এক দল নেককার হইতে ইহা কি রেওয়াএত করা হয় নাই যে, নিশ্চয় তাঁহারা উক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন ?

তদুত্তরে আমরা বলিব, আমাদের নিকট এরূপ কোন রেওয়াএত পৌঁছে নাই যে, প্রাচীন নেককারদিগের মধ্যে কেহ উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিম্বা উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মালেক বেনে আনাছের কেতাব, ছহিহ বোখারি, মোছলেম, ছোনানে আবুদাউদ কেতাবে নাছায়ি প্রভৃতির ন্যায় এই দীনের এমামগণ ও মুছলমান আলেমগণের কেতাবগুলি যে সমস্তের উপর প্রাচীন ও পরবর্ত্তী জামানায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শহরগুলিতে ফৎওয়া প্রদান নির্ভর করিতেছে, নিশ্চয় মুছলমানগণ মালেক বেনে আনাছের মজহাব অনুযায়ী অসংখ্য কেতাব রচনা করিয়াছেন। এইরূপ আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ বেনে হাম্বল প্রভৃতি মুছলমান ফকিহগণের মজহাব অনুযায়ী মুছলমান আলেমগণের কেতাবগুলি, তৎসমস্তই সঙ্গীতের অপবাদে এবং সঙ্গীতকারিকে ফাছেক বলা সংক্রান্ত রেওয়াএতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে যদি শেষ জামানার কোন লোক উহা করিয়া থাকে, তবে সে ভ্রান্ত পথে ধাবিত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তাহার অনুসরণ ত্যাগ করা লাজেম নহে।

এই স্থলে অজ্ঞানেরা পদস্খলিত হইয়াছে, আমরা তাহাদের সমক্ষে ছাহাবা তাবেয়ি ও মুছলমান আলেমগণের কার্য্যাবলী প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি, পক্ষান্তরে তাহারা আমাদের সমক্ষে শেষ জামানার লোকদের কার্য্য প্রমাণরূপে উপস্থিত করে বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই বাতীল মত ধারণ করে সে ফেকাহ ও এলম হইতে শূন্য, আহকামের দলীল জানেনা, হালাল ও হারামে প্রভেদ করিতে জানেনা, এলম শিক্ষা করে নাই। আলেমের সঙ্গলাভ করে নাই এবং তাহাদের কেতাব ও দিওয়ান সকল পাঠ করে নাই।"

আরও তিনি ১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"নিশ্চয় আরবদিগের নিকট ছেমা শব্দের অর্থ কবিতা পাঠ করিতে উচ্চ শব্দ করা, ইহা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। বর্ত্তমানে ছেমা শব্দ উক্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে যাহা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ও বিদিত আছে। এই হেতু এমাম শেখ রজিন (রঃ) বলিয়াছেন, পরবর্ত্তি জামানার আলেমের উপর এই হেতু দোষা রোপ করা হইয়াছে যে, তাহারা যাহা ছেমা নহে তাহার উপর 'ছেমা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা অতি প্রকাশ্য পথ। তুমি কি দেখনা যে, আরবদের নিকট প্রথমোল্লিখিত বিষয়ের উপর-অর্থাৎ সঙ্গীতের উপর উক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এই দুইটি বিষয় এরূপ বিপরীত যে, একটি অপরের সহিত মিলিত হইতে পারেনা।

তৎপরে তাহারা যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেবল ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া প্রাচীন বিদ্বানদিগের উপর অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং প্রদান করিয়াছেন যেহেতু ইহারা বিশ্বাস করিয়াথাকে যে, বর্ত্তমানে তাঁহাদের উপর ক্রীড়া কৌতুক করার অপবাদ প্রদান করিয়াছেন, যে হেতু ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, বর্ত্তমানে তাহারা যে সঙ্গীত করিয়া থাকেন, প্রাচীন বোজর্গগণ তাহাই করিতেন মায়াজাল্লাহ তাঁহাদের উপর এরূপ ধারণা করা অন্যায়। যে ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহার পক্ষে তওবা করা এবং আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করা জরুরি, নচেৎ সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

তুমি কি দেখনা যে, নিশ্চয় পীর এমাম ছাহারওয়ার্দ্দী (রাঃ) যেসময় ছেমা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছিলেন, কথা, প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নিশ্চয় তুমি যে সময় এই লোকদের ছেমা করিতে বসিবার এবং তাহারা যাহা উহাতে করিয়া থাকে, তাহার স্বরূপ নিজের চক্ষু দ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, তখন তোমার আত্মা নবী (ছাঃ) এর ছহাবা ও তাঁহাদের অনুসরন কারিদিগকে এই প্রকার মজলিশ ও তথায় উপস্থিত হইতে পাক

ধারণা করিবে। তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা এরূপ সত্য কথা যাহা প্রাচীন বোজর্গগণের সম্বন্ধে বিশ্বাস করা ওয়াজেব।"

মাওলানা, যে মাওলানা আব্দুল হক দেহলবীর কথা বলিয়াছেন, তিনি ছেফ্‌রেছ–ছা'দাতের টিকার ৫৬১—৫৬৫ পৃষ্ঠায় বহু হাদিছ দ্বারা সঙ্গীত হারাম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি অশেয়া তোন্নাময়া তের ৩/৩০৫/৩০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই হাদিছে, সঙ্গীত ও বাদ্য-যন্ত্রের হারাম হওয়া প্রমানিত হয়।

মূল কথা, সঙ্গীত, কাওয়ালি, বাদ্য সমস্ত এমামের মতে হারাম কাদেরিয়া, নকশাবন্দীয়া ও মজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি তরিকার পীরগণ তৎসমস্ত হারাম বলিয়াছেন। আর চিশতীয়া তরিকার পীরেরা যে ছেমা করিতেন। উহার অর্থ সঙ্গীত নহে, বরং বিনা রাগ রাগীণী কবিতা বা কোরান পাঠ হইবে। আরও এই রাগরাগিণী বিহীন ছেমা জায়েজ হওয়ার জন্য ৫টি শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে, ইহার কোনটি নাপাওয়া গেলে, তাঁহাদের নিকট হারাম হইবে।

এমাম গাজ্জালি এহইয়াওল উলুম কেতাবের ২/১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

পাঁচটি কারণে ছেমা হারাম হইয়া থাকে, প্রথম এইযে, গজল পাঠ কারী বেগানা স্ত্রীলোক কিম্বা দাড়ীহীন বালক হয়।

দ্বিতীয় এই যে, তথায় বাদ্যযন্ত্র একতার, দুই তার, ছেতার দফ বাজান হয়।

তৃতীয়, উহার অশ্লীল কথা, কাহারও দুর্ণাম, খোদা, রাছুল ও ছাহাবাগণের উপর অসত্যারোপ করা হয়।

চতুর্থ শ্রোতার মধ্যে নফছের কামনা প্রবল হয় এবং সে নবযৌবন প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে ছেমা হারাম। পঞ্চম পাঠক সাধারণ লোক হয় যাহার উপর আল্লাহর মহব্বত প্রবল না হয়।

আওয়া বেফল মায়ায়েফ, ২/১০৫/১০৯ পৃষ্ঠা ;—

যে ব্যক্তির মধ্যে নফছের কামনা বর্ত্তমান আছে, তাহার পক্ষে

ছেমা শ্রবণ করা হারাম। শেখ আবু আবদুর রহমান ছানাদি বলিয়াছেন, আমি আমার দাদাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যাহার কলব জীবিত ও 'নফছ' মৃত তাহার ছেমা শ্রবণ করা জায়েজ, আর যাহার কলব মৃত ও নফছ জীবিত, তাহার পক্ষে ছেমা হালাল নহে।

(পীর) জোনাএদ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে ইবলিছকে দেখিয়া বলিলাম, তুমি কি আমাদের দলের উপর জয়ী হইতে পার? সে বলিল, দুই সময় ব্যতীত তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা আমার পক্ষে কষ্টকর বেফল হয়, আমি বলিলাম, কোন কোন সময়? সে বলিল, প্রথম ছেমার সময়। দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময়।

আরও ১১৩/১১৬ পৃষ্ঠা;—

কয়েক স্থলে ছেমার প্রতি এনকার করা উচিত, যদি তথায় এরূপ একদল মুরিদ দেখা যায় যে, মুরিদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের নফছ প্রকৃত মোজাহাদার অভ্যস্ত হয় নাই, কিম্বা গজল পাঠকারি দাঁড়ীবিহীন হয় অথবা তথায় স্ত্রীলোকের সমাগম হয়, তবে ইহা ফেছক ও হারাম হওয়ার প্রতি কাহারও মতভেদ নাই।"

বেছালায় কোশায়রি, ১৮০ পৃষ্ঠা;—

ওস্তাজ আবু আলি দাক্কাক বলিয়াছেন, আম লোকদের পক্ষে ছেমা হারাম, যেহেতু তাহাদের নফছ বাকী আছে। সংসার বিরাগিদের পক্ষে মোবাহ।

জোনাএদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে সময় তুমি কোন মুরিদকে ছেমা ভাল বাসিতে দেখ, তখন তুমি জানিও যে, তাহার মধ্যে কিছু বাতীল জমা আছে।

তরিকার মোহম্মদী, ৩/২৬৪ পৃষ্ঠা;—

"যদি রাগ রাগিণী ও সঙ্গীতের ছেমা হয়, তবে হারাম হইবে,

ইহার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে। আর যে বোজর্গ ছুফিগণ ছেমা মোবাহ বলিয়াছেন, তাঁহারা নফছের কামনা বাসনা হইতে পাক ছিলেন। তাহাদের ছেমা জায়েজ হওয়ার কয়েকটি শর্ত্ত আছে, প্রথম এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন দাড়ীবিহীন বালক না হয়। দ্বিতীয় তাঁহাদের দলের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য দরজার লোক ব্যতীত অন্য লোক না হয়। ফাছেক, দুনইয়াদার ও স্ত্রীলোক নাহয়। তৃতীয় গজল পাঠকারীর নিয়ত খাঁটি হয় যেন বেতন ও খাদ্য গ্রহণের মতলব না থাকে।

চতুর্থ খাদ্য ও স্বার্থের আকাঙ্খায় তাহারা দণ্ডায়মান না হন। পঞ্চম জ্ঞানহীন অবস্থা ব্যতীত তাহারা দণ্ডায়মান না হন এবং সত্য ভাব ব্যতীত আজদ প্রকাশ না করেন।

মূল কথা, বর্ত্তমান কালে ছেমার অনুমতি হইতে পারে না, কেননা (হজরত) জোনাএদ (রঃ) তাঁহার জামানায় তওবা করিয়াছিলেন। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, সমশ্রেণী অলিউল্লাহ ও নফছের কামনা রহিত গজল পাঠকারীর অভাবে কিম্বা স্বার্থের দোষ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তওবা করিয়াছিলেন।"

তফছিরে আহমদী, ৬০৪ পৃষ্ঠা ;—

"এমাম গাজ্জালী উপযুক্ত লোকের ছেমা জায়েজ বলিয়াছেন, উপযুক্ত লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, যে, যাহার হৃদয় (কলব) জীবিত ও নফছ মৃত হইয়াছে, কামনা বাসনা রহিত হইয়াছে এবং উক্ত ছেমা তাহাকে সত্যের বিপরিত পথে ধাবিত না করে, সেই উপযুক্ত ব্যক্তি।

আরও উক্ত পীরগণ বলিয়াছেন যে, গজল পাঠকারি ব্যক্তি ঠিক উপরোক্ত প্রকার উপযুক্ত হয় এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ ও লোক দেখান ও শুনান তাহার অভিপ্রায় না হয়, মজলিশে

অনুপযুক্ত কোন লোক উপস্থিত না হয়, এইরূপ আরও কতকগুলি শর্ত্ত আছে। এই জামানার লোকের এইরূপ রীতি হইয়াছে যে, তাহারা মজলিশ মজ্জিত করে, উক্ত স্থানে সুরাপান ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ফাছেক ও দাড়িবিহীন লোকদিগকে সংগ্রহ করে, গায়ক পুরুষ ও তায়েফা স্ত্রীলোকদিগকে চেষ্টা করে তাহাদের নিকট সঙ্গীত শ্রবণ করে তদ্দরা দুস্প্রবৃত্তির কমনা ও শয়তানি বাসনা চরিতার্থ করে, গায়কদিগকে বহু সামগ্রী দান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করে, এইরূপ কার্য্য মহা গোনাহ, ইহা হালাল জানিলে, কাফের হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা তাহাদের সম্বন্ধে উহা অবিকল ক্রীড়াজনক কথা। এই হেতু আমাদের উপযুক্ত লোকের পক্ষেও উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া অনুচিত, কেননা জামানার ফাছাদ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, প্রত্যেকে উপযুক্ত হওয়ার দাবি করিয়া থাকে।”

ইহাতে জানা যায় যে, যিনি গজল পড়িবেন, তিনি নফছ মরা অলী হন। তবে ছেমা জায়েজ হইবে।

যদি একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক কোন লোকের সমক্ষে শত বৎসর দাঁড়াইয়া থাকে। আর সে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার নফছ মরিয়া গিয়াছে।

এই মাওলানা নিজে নফছ মরা হওয়ার দাবি করিতে পারেন না, কাজেই রাগরাগিণী বিহীন ছেমা তাহার পক্ষেও জায়েজ হইতে পারে না। তৎপরে জোহরের নামাজ পড়িতে সভা কিছুক্ষণ ভঙ্গ করা হইল।

দারোগা ছাহেব আহারের জন্য বাসায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। লোকেরা চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল আমরা গান বাদ্য হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি কিন্তু এখন আমরা অন্য তিনটি মছলার মীমাংসা শুনিতে চাহি।

দারোগা ছাহেব উপস্থিত হইয়া বাহাছ শুরু করার প্রস্তাব করিলে, মাওলানা মোছলেম ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, বঙ্গ হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের নিকট হইতে সুদ লওয়া হালাল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হালাল নহে, বরং হারাম, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

তৎপরে মাওলানা রুহোল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি এই মছালাটি বুঝাইয়া দিতেছি, কোরাণ শরিফের ছুরা নেছার ১৪ রুকুতে আছে ;—

ان الذين توفهم الملئكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ط قالوا كنا مستضعفين فى الارض ط قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ط فاولئك مأوهم جهنم و ساءت مصيرا ۵ الا المستضعفين من الرجال و النساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ۵ فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم و كان الله عفوا غفورا ۵

"নিশ্চয় যাহারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রাণ বাহির করেন, বলেন, তোমরা কিসে ছিলে?

তাহারা বলিল, আমরা জমিতে দুর্ব্বল ছিলাম। তাহারা বলিলেন খোদার জমি কি বিস্তৃত ছিলনা যে, তুমি তথায় হেজরত করিয়া যাইবে? তাহারা এরূপ লোক যে, তাহাদের বাসস্থান দোজখ, উহা মন্দ প্রত্যাবর্ত্তনস্থল। কিন্তু পুরুষ, স্ত্রীলোক ও সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, কোন উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় না এবং কোন পথ প্রাপ্ত হয় না। অচিরে আল্লাহ তাহাদিগকে মা'ফ করিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাকারি মার্জ্জনাকারি।"

তফছিরে মুজেহাল কোর আনের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,

এই আয়তে বুঝা যায় যে, দারোল হরব হইতে হেজরত করা ফরজ। যদি মাওলানার মতে বঙ্গ-হিন্দুস্থান দারোল হরব হয়, তবে এই স্থান হইতে তাঁহার হেজরত করা ফরজ হইবে। বঙ্গ ও হিন্দুস্থানের কোন আলেম হেজরত করার ফৎওয়া দেন না এবং হেজরত করেন না, কাজেই ইহা দারোল হরব নহে।

যখন ইহা দারোল ইছলাম হইল, তখন কি খ্রীষ্টান, কি হিন্দু, কাহারও নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

ফাতায়ায় বাজ্জাজিয়া,

و البلاد التى فى ايدى الكفرة اليوم لا شك انها بلاد الاسلام لعدم اتصا لها ببلاد الحرب و لـــم يظهروا احكام الكفر بل القضاة مسلمون *

যে শহরগুলি বর্ত্তমানে কাফেরদিগের অধীনে আছে, নিশ্চয় তৎসমুদয় বিনা সন্দেহে ইছলামি শহর, যেহেতু তৎসমস্ত দারোল হরবের সহিত সংলগ্ন নহে এবং তাহারা কোফরের আহকাম প্রকাশ করেন নাই, বরং কাজিগণ মুছলমান।

আরও উক্ত কেতাবে, আছে;—

و انما تصير دارالحرب باجراء احكام الكفر و ان لا يحكم فيها بحكم من احكام الاسلام و ان يتصل بدار الحرب و ان لا يبقى فيه مسلم و لا ذمى با لامان الاول اعنى با مان اثبته o الشارع بالايمان او عقد الذ مــة فاذا وجدت الشرائط كلها صار دارا الحرب و عند تعارض الدلائل و الشرائط يبقى ما كان على ما كان او يترجح جانب الا سلام احتياطا o الاترى ان دارالحرب تصير دار الاسلام بمجرد اجراء احكام الاسلام اجماعا *

দারোল ইছলাম দারোল হরব হইয়া থাকে (তিন শর্ত্তের দ্বারা) প্রথম কোফরের আহকাম জারি করা এবং তথায় ইছলামের

আহকামের কোন হুকুম না করা দ্বিতীয় উহা দারোল হরবের সংলগ্ন হওয়া তৃতীয় তথায় কোন মুছলমান ও আশ্রিত কাফের প্রথম নির্ভিকতার সহিত বাকি না থাকে। প্রথম নির্ভিকতার অর্থ শরিয়ত প্রবর্ত্তক ইমান সংক্রান্ত যে অভয় প্রদান করিয়াছেন কিম্বা কাফের দিগকে যে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। যদি সমস্ত শর্ত্ত পাওয়া যায়, তবে উহা দারোল হরব হইবে। দলীল ও শর্ত্ত সকলের বিরোধ হইলে, প্রথম অবস্থা বলবৎ থাকিবে, কিম্বা এহতিয়াতের জন্য ইছলামের দিক প্রবল রাখা হইবে! তুমি কি দেখনা যে, দারোল হরব সমস্ত এমামের মতে কেবল ইছলামের আহকাম জারি করিলে, দারোল ইছলাম হইয়া থাকে।

ফাতাওয়ায়—আলমগিরি :—

اعلم ان دار الحرب تصير دار الاسلام بشرط واحد و هو اظهار احكام الاسلام فيها ★

قال محمد رحمه الله تعالي في الزيارة انما تصير دار الاسلام دار الحرب عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي بشروط ثلاثة احدها اجراء احكام الكفر على سبيل الاشهار و ان لا يحكم فيها بحكم الاسلام و الثاني ان تكون متصلة بدار الحرب يتخلل بينهما بلدة من بلاد الاسلام و ان لا يبقى فيها مومن و لا ذمي آمنا باماذه الاول كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم باسلامه و للذمي بعقد الذمة و صورة المسئلة على ثلثة ارجه اما ان يغلب اهل الحرب على دار من دورنا او ارتد اهل المصر و غلبوا و اجروا احكام الكفرة او نقض اهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ففي كل من هذه الصورة لاتصير دار الحرب الا بثلاثة شروط و قال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالي بشرط واحد لا غير و هو اظهار احكام الكفر و هو

القياس -

"মোহম্মদ (রঃ) জিয়াদত কেতাবে বলিয়াছেন, (এমাম) আবুহানিফার নিকট তিনটি শর্ত্ত দ্বারা দারোল ইছলাম দারোল-হরব হইয়া থাকে, প্রথম শর্ত্ত এই যে, প্রকাশ্য ভাবে কোফরের আহকাম জারি করা এবং তথায় ইছলামের হুকুমের সহিত হুকুম না করা। দ্বিতীয় শর্ত্ত এই যে, উক্ত স্থানটি দারোল হরবের সংলগ্ন হওয়া—উভয় স্থানের মধ্যে ইছলামের শহর সমূহের কোন শহর না হওয়া। তৃতীয় তথায় কোন মুছলমান ও আশ্রিত কাফের প্রথম নির্ভিকতার সহিত বাকি না থাকা—কাফেরদিগের আধিপত্য স্থাপনের পূর্ব্বে মুছলমানের পক্ষে তাহার ইছালামের ও আশ্রিত কাফেরের পক্ষে আশ্রয় প্রদানের চুক্তির যে নির্ভিকতা ছিল, তাহা না থাকা এই মছলার তিন প্রকার হইতে পারে প্রথম এই যে, কাফেরেরা আমাদের কোন দেশগুলির মধ্যে কোন দেশকে অধিকারভুক্ত করিয়া লয়। দ্বিতীয় এক শহরবাসিগণ মোরতাদ্দ হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়, এবং কাফেরদিগের আহকাম জারি করে। তৃতীয় আশ্রিত কাফেরেরা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদের দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়, এই তিন অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক অবস্থায় তিন শর্ত্ত ব্যতীত দারোল হরব হইবে না। আবু ইউছোফ ও মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, কেবল একটি শর্ত্তে দারোল হরব হইবে, উহা কোফরের আহকাম প্রকাশ করা, ইহাই কেয়াছ।

দোরে'ল মোখতার, তৃতীয় খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা;—

لا تصير دار الاسلام دار الحرب الا باموز ثلثة اجراء احكام اهل الشرك و باتصالها بدار الحرب و بان لا يبقى فيها مسلم او ذمي آمنا بالامان الاول على نفسه و دار الحرب تصير دار الاسلام باجراء احكام الاسلام فيها كجمعة و عيد و ان بقى فيه كافرا صلى و ان لم تتصل بدار الاسلام-

দারোল ইছলাম তিন শর্ত্ত ব্যতীত দারোল হরব হইতে পারে না। প্রথম মোশরেকদের আহকাম জারি করা। দ্বিতীয় উহা দারোল-হরবের সংলগ্ন হওয়া। তৃতীয় উহাতে কোন মুছলমান কিম্বা আশ্রিত কাফের নিজের প্রাণের প্রথম নির্ভিকতার সহিত নির্ভয় অবস্থায় বাকি না থাকা;

দারোল-হরবে ইসলামের আহকাম জারি করিলে, যথা—জুমা ও ইদ দারোল-ইছলাম হইয়া যায়—যদিও তথায় আসল কাফের বাকি থাকে এবং যদিও উহা দারোল-ইছলামের সংলগ্ন না হয়।"

আরও শামি, ৩/৩৯১ ;—

قوله باجراء احكام اهل الشرك اى على سبيل الاشتهار وان لايحكم فيها بحكم اهل الاسلام هندية و هو ظاهره انه لو اجريت احكام المسلمين و احكام اهل الشرك لا تكون دار الحرب و قوله باتصالها بدار الحرب بان لايتخلل بلدة من بلاد الاسلام هندية قوله بالامان الاول اى الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم باسلامه و للذمي بعقد الذمة۔

"দোরেল-মোখতার প্রণেতা বলিয়াছেন যে, মোশরেকদিগের আহকাম জারি করা অর্থাৎ প্রকাশ্য ভাবে জারি করা এবং তথায় মুছলমানদিগের কোন হুকুম জারি না করা—ইহা আলমগিরিতে আছে। তাঁহার এই কথার প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, যদি মুছলমানদিগের আহকাম ও মোশরেকদিগের আহকাম জারি করা হয়, তবে উহা দারোল-হরব হইবে না। তিনি যে বলিয়াছেন যে, উহা দারোল-হরবের সংলগ্ন হয়, ইহার অর্থ এই যে, ইছলামি শহরগুলির মধ্যে কোন শহর উভয়ের মধ্যে না থাকে। ইহা আলমগিরিতে আছে।

তিনি বলিয়াছেন, প্রথম নির্ভিকতা—ইহার অর্থ এই যে কাফেরদিগের আধিপত্য স্থাপন করার পূর্ব্বে মুসলমানের জন্য তাহার

ইছলাম মধ্যে এবং আশ্রিত কাফেরের জন্য আশ্রয় প্রদানের চুক্তি মূলে যে নির্ভিকতা ছিল।

তাহতাবি ;—

ذكر الاسبيجابى في مبسوطة ان دار الاسلام محكوم بكونها دارالاسلام هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيها و لا تصير دار الحرب الا بعد زوال القرائن و دار الحرب تصير دار الاسلام بزوال بعض القرائن و هو ان تجرى فيها احكام الاسلام و ذكر الامشي في واقعاته انها صارت دارالاسلام بهذه الاعلام الثلثة فلا تصير دار الحرب ما بقى شئي منها ذكر الامام ناصر الدين في المنثور ان دار الاسلام صارت دار الاسلام باجراء احكام الاسلام فما بقيت علاقة من علائق الاسلام يترجح جانب الاسلام ـ

"ইছবিজাবি নিজ মবছুতে বর্ণনা করিয়াছেন, দারোল ইছলাম-কে দারোল ইছলাম হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে, (ইছলামের) একটি হুকুম বাকি থাকিলে, এই হুকুম দেওয়া যাইবে। (ইছলামের) সমস্ত চিহ্ন নষ্ট হওয়ার পরে দারোল হরব হইবে। দারোল হরব (কোফরের) কতক চিহ্ন নষ্ট হইলে, দারোল ইছলামে পরিণত হইবে। উহা এই যে, তথায় ইছলামের আহকাম জারি হয়। লাজেমি নিজ ওকেয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা এই তিনটি চিহ্ন দ্বারা দারোল-ইছলাম হইয়াছে, কাজেই যতক্ষণ উহার কোন চিহ্ন বাকি থাকিবে, দারোল হরব হইবে না। এমাম নাছেরদ্দিন মনছুর কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় দারোল ইছলাম ইছলা-মের আহকাম জারি করার জন্য দারোল ইছলাম হইয়াছে কাজেই যতক্ষণ ইছলামের চিহ্নগুলির মধ্যে কোন একটি চিহ্ন বাকি থাকিবে ইছলামের দিক্ বলবৎ রাখা হইবে।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশ

দারোল-ইছলাম, কাজেই এই দেশে কাহারও নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা হালাল হইবে না।

এই মছলায় মাওলানা মোছলেম ছাহেব কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই।

তৎপরে আমাদের মাওলানা দাঁড়াইয়া বলিলেন, কদমবুছি করা সম্বন্ধে দুই প্রকার হাদিছ আছে, এই হেতু বিদ্বানগনের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, মেশকাতের ৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

قال رجل يا رسول الله الرجل يلقي اخاه او صديقه اينحنى له قال لا قال افيلتزمه و يقبله قال لا قال افياخذ بيده و يصافحه قال نعم رواه الترمذي ★

"এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, এক ব্যক্তি তাহার ভাই কিম্বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, সে কি তাহার জন্য মস্তক নত করিবে? হজরত বলিলেন, না। সে বলিল, তবে কি সে তাহার সহিত (মোয়ানাকাবা) তাহাকে চুম্বন করিবে? হজরত বলিলেন, না। সে ব্যক্তি বলিল, তবে কি সে তাহার হস্ত ধরিয়া মোছাফাহা করিবে? হজরত বলিলেন, হাঁ। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এই হাদিছে মস্তক নত করা কিম্বা হাত পা, মুখ কোন প্রকার চুম্বন করা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়।

অন্যান্য হাদিছে হজরতের কদমবুছি করার কথা আছে, এই হেতু বিদ্বানগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আলমগিরি, ৫/৪০৪ পৃষ্ঠা ;—

طلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجيبه الا ذالك عند البعض و ذكر بعضهم يجيبه الى ذالك ★

"কোন ব্যক্তি একজন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট অনুরোধ জানাইল যে, তিনি যেন তাহার দিকে পা লম্বা করিয়া দেন,

এই হেতু যে, সে উহা চুম্বন করিতে পারে। এক্ষেত্রে কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে তাঁহাকে পা লম্বা করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না। আর কতক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাকে উহা করিতে অনুমতি দিবেন।"

আশেয়াতোন্নামেয়াত, ৪/২৩ পৃষ্ঠা :—

اگر یکی از عالم یا زاهد التماس پای بوسی او کند باید که اجابت نکند و نگذارد که ببوسد و در قنیه گفته لا بأس به است ★

যদি কেহ আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট তাহার পদচুম্বন করার আকাঙ্ক্ষা জানায়, তবে তিনি যেন অনুমতি না দেন এবং চুম্বন করিতে অনুমতি না দেন। আর কিনইয়া কেতাবে আছে যে, অনুমতি দেওয়াতে কোন দোষ নাই।"

জামেয়োর রমুজ, ৫৫৫ পৃষ্ঠা :—

لو طلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لم يجبه و قيل اجابه كما في القنيه ٥

যদি কেহ কোন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট অনুরোধ করে যে, তিনি তাহার পা তাহার দিকে লম্বা করিয়া দেন-এই হেতু যে, সে উহা চুম্বন করিতে পারে, তবে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি অনুমতি দিতে পারেন, ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে।

মূল কথা, যখন কদমবুছি করাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে তখন উহা না করাই ভাল, যদি করে, তবে যেন মস্তক অবনত না করে।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের টিকার ৪/৫৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-

(قال لا) ای فانه فی معنی الرکوع و هو کالسجود من عبادة الله سبحانه و في شرح مسلم للنووی حنی

الظهر مكروه للحديث الصحيح في النهي عنه و لا تعتبر كثرة من يفعله ممن ينسب الى علم و صلاح ٥

(হজরত) নবি (ছাঃ) মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ নত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেহেতু উহা রুকুর তুল্য, আর রুকু ছেজদার ন্যায় আল্লাহতায়ালার এবাদত। নাবাবী মোছলেমের টিকায় লিখিয়াছেন, পৃষ্ঠদেশ নত করা মকরুহ (নিষিদ্ধ), যেহেতু ছহিহ হাদিছে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনেক আলেম ও পরহেজগার নামধারি লোক ইহা করিলেও তুমি উহা গ্রাহ্য ধারণা করিও না।

আশেয়াতোল্লামায়াত, ৪/২৪ পৃষ্ঠা ;—

در مطالب المؤمنین از شیخ ابو منصور نقل کرده که گفت اگر بوسه دهد یکی پیش یکی زمین یا پشت دوتا کند یا سرنگون گرداند کافر نگردد بلکه آثم است و بعضی از مشائخ در منع ازان تغلیظ و تشدید بسیار کرده اند و گفته کاد الانحناء ان یکون کفرا ✪

"মাতালেবোল মো'মেনিন কেতাবে শেখ আবুমনছুর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাতে জমি চুম্বন করে, কিম্বা পৃষ্ঠদেশ অথবা মস্তক অবনত করে, তবে কাফের হইবে না, বরং গোনাহগার হইবে। কতক বিদ্বান মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনত করা নিষেধ করিতে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ অবনত করা প্রায় কাফেরি কার্য্য।

শামি, ৫/৩৭৮ পৃষ্ঠায়, জামেয়োর রমুজ, ৫/৩৩৫ পৃষ্ঠায়, মাজমায়োল আনহোর ও মোনতাকাল আবহোর, ২/৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

فی الزاهدی الایماء في السلام الی قریب الرکوع کالسجود و فی المحیط انه یکره الانحناء للسلطان وغیره

"জাহেদীতে আছে, ছালাম করা কালে রুকুর নিকট নিকট ঝুকিয়া পড়া ছেজদার তুল্য। মুহিত কেতাবে আছে, বাদশাহ বা অন্য কাহারও জন্য মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনত করা মকরুহ।"

মাজামায়োল আনহোর, ২/৫৪২ পৃষ্ঠা ;—

★ يكره الانحناء لانه يشبه فعل المجوس

"মস্তক ঝুকান মকরুহ (তহরিমি), কেননা উহা অগ্নিপূজকদিগের কার্য্যের তুল্য।"

আমি মস্তক নত করিয়া কদমবুছি করা সম্বন্ধে যে ফৎওয়া মুফতি মাওলানা আজিজর রহমান দেওবন্দি ও ছাহারাণপুরের মুফতি ছাহেবের নিকট তলব করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

মূল কদমবুছি হইতে পরহেজ করাও সমধিক এহতিয়াত, মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করা কোন প্রকারেই জায়েজ নহে, কেননা হালাল ও হারামের মধ্যে মতভেদ হওয়া কালে হারামকে শ্রবণ হইবে। আর মস্তক ঝুকান সকলের মতে হারাম।

আজিজর রহমান

মুফতিয়ে দারোল উলুমে দেওবন্দ।

ফকিহগণ মস্তক ঝুকানকে মকরুহ লিখিয়াছেন, শামি কেতাবে আছে, এইরূপ তাহারা যে আলেমগণের সম্মুখে জমি চুম্বন করিয়া থাকে, উহা হারাম। জাহেদীতে আছে, ছালাম রুকুর নিকট নিকট ঝুকিয়া পড়া ছেজদার তুল্য। মুহিত কেতাবে আছে, বাদশাহ কিম্বা অন্যের জন্য মস্তক নত করা মকরুহ। কাজেই মস্তক নত করিয়া কদমবুছি করা নিশ্চয় মকরুহ হইবে।

আবদুল লতিফ

ছাহারাণপুরের মাজাহেরোল-উলুম মাদ্রাছার মোদারেছ।

ইহা ত গেল পুরুষদিগের কথা, কিন্তু মুরিদা স্ত্রীলোকদের পীরের

সাক্ষাতে আসা এবং তাঁহার কদমবুছি করা অথবা তাঁহার খেদমত করা জায়েজ হইতে পারে না।

হজরত নবি (ছাঃ) যখন স্ত্রীলোকদিগকে মুরিদ করিতেন, মৌখিক কথা বলিয়া মুরিদ করিতেন, তাহাদের হস্ত ধরিতেন না।

ছহিহ বোখারি, ২/১০৭১ পৃষ্ঠা :—

عن عايشة قالت كان النبي صلعم يبايع النساء بالكلام بهذه الاية لا تشركوا بالله شيأ قالت و ما مست يد رسول الله صلعم يد امرأة ★

"আয়েশা বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) لا تشركوا بالله شيأ এই আয়ত পড়িয়া কথা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে বয়য়ত গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হস্ত কোন স্ত্রীলোকের হস্ত স্পর্শ করেন নাই।

ছহিহ নাছায়ি, ২/১৮৩ পৃষ্ঠা :—

قلنا الله و رسوله ارحم بنا هلم نبا يعك يا رسو الله فقال رسول الله صلعم اني لا اصافح النساء انما قولى لمائة امرأة كقولى لامراة واحدة ـ

"আমরা (স্ত্রীলোকগণ) বলিলাম, আল্লাহ এবং তাহার রাছুল আমাদের সম্বন্ধে সমধিক দয়াবান, আপনি আসুন, ইয়া রাছুল-ল্লাহ, আমরা আপনার নিকট বয়ত করিব। ইহাতে রাছুলাল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি স্ত্রীলোকদিগের সহিত মোছাফাহা করিনা, আমার কথা এক শত স্ত্রীলোকের জন্য যেরূপ আমার কথা একটি স্ত্রীলোকের জন্য সেইরূপ।"

যদি মুরিদা স্ত্রীলোকের পক্ষে পীরের কদমবুছি করা জায়েজ হইত, তবে হজরত নবি (ছাঃ) কেন তাহাদের হস্ত ধরিয়া মুরিদ করিলেন না?

ছুরা আহজাবের ১ম রূকুতে আছে ;—

النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم

"নবি ইমানদারদিগের নিকট তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা সমধিক প্রিয়পাত্র এবং তাহার বিবিগণ তাহাদের মাতা।"

হজরতের বিবিগণ দুনইয়ার মুছলমানগণের মাতা, তাহারা সমস্ত মুছলমানের পক্ষে হারাম, ইহা সত্বেও আল্লাহ বলিয়াছেন ;—

সুরা আহজাব, ৭ম রুকু :—

و اذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من و راء حجاب

"এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট কোন বস্তু চাও, তখন পদ্দার অন্তরাল হইতে চাও।"

যখন উম্মোল-মোমেনিনগণের মুছলমানগণের সম্মুখে আসা নিষিদ্ধ হইল, তখন মুরিদা স্ত্রীলোকদের বেগানা পীরের সম্মুখে আসা জায়েজ হইবে কিরূপে ?

মাওলানা মোছলেম দাঁড়াইয়া বলিলেন, তেরমেজির হাদিছে যে চুম্বন নিষেধ হইয়াছে, উহার অর্থ মুখ চুম্বন হইবে। তিনি যে এবারত পড়িলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, কদমবুছি না করা উত্তম, কিন্তু আয়নির যে এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন উহাতে কদমবুছি করা উত্তম বলিয়া বুঝা যায়। মস্তক নত করা ছালাম উপলক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়, কদমবুছি পৃথক বস্তু, উহাতে মস্তক নত করা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায় না। ফেকহের কেতাবে আছে, স্ত্রীলোকদের ঢাকিবার স্থানে কোন জখম ইত্যাদি হইলে হাকিম সেই স্থানটি স্পর্শ করিতে ও দেখিতে পারে। ডাক্তার হাকিম জাহেরী শরীরের চিকিৎসক, আর পীর বাতেনি অন্তরের চিকিৎসক, কাজেই মুরিদা স্ত্রীলোকের শরীরের চিকিৎসক, কাজেই মুরিদা স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করিবে ও দেখিতে পারিবে। পীর পিতার তুল্য, কাজেই মুরিদা স্ত্রীলোকেরা তাহার সম্মুখে আসাতে

কি দোষ হইবে? ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া গেলেন।

তৎপরে আমাদের মাওলানা দাঁড়াইয়া বলিলেন, তের-মেজিতে মোতলাক চুম্বন নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত আছে, ইহাতে হাত, পা, মুখ সমস্ত চুম্বন নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়, মুখ চুম্বন করার কথা নাই। এই জন্য হেদায়া কেতাবের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে —

و يكره ان يقبل الرجل فم الرجل او يده او شيا منه او يعانقه و ذكر الطحاوى ان هذا قول ابي حنيفة و محمد و قال ابو يوسف رحمهم الله لا بأس بالتقبيل لما روى ان النبي صلعم عانق جعفراً رض حين قدم من الحبشة و قبل بين عينيه و لهما ماروي ان النبى صلعم نهى عن المكامعة و عن المكاعمة و هى التقبيل *

ইহাতে বুঝা যায় যে, এমাম আবুহানিফা ও মোহম্মদ এবং এমাম আবু ইউছফের মধ্যে যে চুম্বন করা লইয়া মতভেদ হইয়াছে, ইহা সকল প্রকার চুম্বন লইয়া মতভেদ হইয়াছে, ইহার কারণ হাদিছের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হওয়া। আম্বনিতে কদমবুছি উত্তম হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, উহা কিনইয়া কেতাবের মত, আর কিনইয়া জইফ কেতাব ;

অধিকাংশ ফকিহ কদমবুছি না করা উত্তম বলিয়াছেন, ইহা মাজাহেরেহকের এবারত হইতে বুঝা যায়। যথা উহার ৪।৬৩ পৃষ্ঠা :-

فقها اسكو منع كرتے هيں *

'ফকিহগণ উহা নিষেধ করিয়া থাকেন।' ডাক্তারেরা পর্দ্দার স্থান জরুরতের জন্য দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু পীর ছাহেবের বেগানা মুরিদার শরীর স্পর্শ করা ও দেখার আবশ্যক হয় না। কাজেই কিরূপে জায়েজ হইবে?

পিতার পক্ষে কন্যা হারাম, কাজেই কন্যা তাহার সম্মুখে আসিতে

পারে, কিন্তু পীর আজনবি, তাহার সহিত মুরিদা স্ত্রীলোকের নেকাহ জায়েজ, কাজেই তাহার সাক্ষাতে আসা কিরূপ জায়েজ হইবে?

হজরতের হাদিছে আছে, প্রত্যেক মনুষ্যের সঙ্গে এক একটি নফছ আছে।

কোর-আন শরিফে আছে—

ان النفس لا مارة بالسوء ★

নিশ্চয় নফছ মন্দ কার্য্যের দিকে উত্তেজিত করে।'

মকতুবাতে এহইয়া মনিরিতে আছে—

একজন পীর সাহেব স্বপ্ন যোগে একটি ইন্দুরকে দেখিতে পাইয়া উহাকে মারিবার জন্য পদাঘাত করেন। ইন্দুর পদাঘাতে না মরিয়া একটি বন্য শূকরে পরিণত হইল। ইহাতে পীর ছাহেব স্তম্ভিত হইয়া দ্বিতীয়বার উহাকে পদাঘাত করেন। অমনি বন্য শূকরটি হস্তী আকারে পরিণত হইয়া যায়। পীর সাহেব উহাকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি বাহ্য জগতের জিনিষ নহি, আমি রুহানি (আত্মিক) জগতের বস্তু, আমার নাম নফছ. জাহেরি পদাঘাতে আমার ক্ষয় হইতে পারে না, বরং আমার শরীর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই নফছের উত্তেজনায় লোকে বেগানা স্ত্রীলোকের দিকে দেখিতে সমুৎসুখ হইয়া থাকে।

কোর-আনের ছুরা নুরের ৪ রুকুতে আছে—

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ★

'তুমি ইমানদারদিগকে বল, তাহারা যেন (বেগানা স্ত্রীলোক হইতে) নিজেদের চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখে।'

আরও উহাতে আছে—

قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم *

'তুমি স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন (বেগানা পুরুষ লোক হইতে) নিজেদের চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখে।'

মেশকাতের ২০ পৃষ্ঠায় আছে :—

العينان زنا هما النظر ★

দুই চক্ষের জেনা কুদৃষ্টি করা'

মেশকাত, ২৬৯ পৃষ্ঠা—

يا على لا تتبع النظرة فان لك الاولى و ليس لك الاخرة

'হজরত বলিয়াছিলেন, হে আলি, দৃষ্টিপাতের পরে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করিও না, কেননা তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টিপাত জায়েজ হইবে, দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত জায়েজ হইবে না'

ছের্রোল আছরার, ২।১৭০।১৭১ পৃষ্ঠা—

فاما مذهب الحلولية فانهم يقولون النظر الى بدن الجميلة و الا مرد حلال الخ *

'বেদয়াতি হলুলিয়া ফকিরেরা বলিয়া থাকে যে, সুন্দরী স্ত্রীলোক ও কিশোর বয়স্ক বালকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল, তাহাদের চুম্বন ও আলিঙ্গন করা মোবাহ হওয়ার দাবি করে এবং নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া থাকে ইহা খাঁটি কাফেরি।'

দোর্রোল মোখতার, ৪।৫২ পৃষ্ঠা—

فلا يحل مس وجهها وكفها و ان امن الشهوة *

'বেগানা স্ত্রীলোকের চেহেরা ও হস্তের তালু স্পর্শ করা জায়েজ নহে—যদিও শাহওয়াত (কাম ভাব) হইতে নির্ভয় হয়।'

উক্ত পৃষ্ঠা—

فان خاف الشهوة او شك امتنع نظره الى وجهها و هذا فى زمانهم و اما و اما فى زماننا فمنع من الشابة *

'যদি কেহ কামভাবের ভয় করে কিম্বা সন্দেহ করে, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের চেহারা দেখিতে নিষেধ করা হইবে, ইহা তাহাদের জামানার ব্যবস্থা, কিম্বা আমাদের জামানায় যুবতী স্ত্রীলোকের চেহারা দেখা (প্রত্যেক অবস্থায়) নিষেধ করা হইবে।'

হজরত নবি (ছাঃ), ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, দুনইয়ার সমস্ত পীর অলি, এমন কি ইনি যে কাদেরিয়া তরিকার মুরিদ, সেই তরিকার অগ্রণী হজরত বড়পীর ছাহেব কত স্ত্রীলোককে মুরিদ করিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের সম্মুখে গমন করে নাই, তাঁহাদের কদমবুছি করে নাই, ইহাতে বুঝা যায়, ইহা বেদয়াতি পীরগণের লক্ষণ। ইহা কখনও জায়েজ হইতে পারে না।

তৎপরে মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বসিয়া পড়িলেন।

পরে মাওলানা মোছলেম সাহেব দাঁড়াইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা, যদি স্ত্রীলোকদিগকে কদমবুছি ও সম্মুখে আসা আপত্তিকর হয়, তবে এখন হইতে নাই করা হইবে।

চতুর্থ মছলা
পুরুষের চুল লম্বা রাখা

মস্তকের চুল তিন প্রকার হইয়া থাকে, যে চুল স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে, উহাকে আরবিতে جمة জোম্মা বলা হয়। আর যে চুল কানের নতি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, উহাকে আরবিতে وفرة অফরা বলা হয়। আর যে চুল উহার মাঝামাঝি হয়, উহাকে لمة লেম্মা বলা হয়। মাজাহেরে-হক, ৫১১ পৃষ্ঠা।

মেশকাত ৩৮২ পৃষ্ঠা—

و كان له شعر فوق الجمة و دون الوفرة

'(হজরত)' নবি (ছাঃ) এর চুল স্কন্ধদেশের উপরে এবং কানের নতির নীচে ছিল।'

মেশকাতের ৩৮১ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছ আছে, উহা উহার মর্ম্ম এই যে, উম্মেহানি বলিয়াছেন, রাছুল (ছাঃ) মক্কা শরিফে আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার চারিটি বেনী ছিল। ইহার অর্থ মাজাহেরে-হকের ৪ ৫০৮ পৃষ্ঠায়

লিখিত আছে—

يعني ساوے سرکے بالون کو چار حصہ کوکر گوندھا تـھا نہ یہ کے یہان کے سے گیسو تھے جنکو زلفین کہتے ہین ٥

অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত মস্তকের চুলকে চারি ভাগ করিয়া গদ দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছিল, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, এদেশের ন্যায় বেণী ছিল।' ইহাতে বুঝা যায় না যে, উক্ত চুল কাঁধের নীচে পড়িয়াছিল।

উক্ত কেতাবের ৫০৬ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারির একটি হাদিছের অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—হজরত নিজের চুলগুলি গদ দ্বারা জমাইয়া দিয়াছিলেন যেন উকুন স্থান না পায় এবং ধুলি হইতে রক্ষিত হয়।

শামির ৫।৪০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

فی الذخیرة و ان فتلہ فذلک مکروہ

'জখিরা কেতাবে আছে, যদি চুল গাঁথিয়া রাখে অর্থাৎ একাংশ অন্য অংশের মধ্যে দিয়া পাকাইয়া রাখে, তবে মকরুহ হইবে।'

ছহিহ বোখারি, ২।৮৭৬ পৃষ্ঠা—

عن مالک ان جمتہ لتضرب قریبا من منکبیہ

'মালেক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার চুল তাঁহার দুই কাঁধের নিকট পৌঁছিত।'

قال شعبة شعرہ یبلغ شحمة اذنیہ

'শো'বা বলিয়াছেন, তাঁহার চুল তাঁহার দুই কানের নতি পর্য্যন্ত পৌঁছিত।'

عن عبد اللہ بن عمر لہ لمة کاحسن ما انت راء من اللمم

"আবদুল্লাহ বেনে ওমার বলিয়াছেন, তাঁহার চুল কান ও কাঁধের মধ্য মধ্যস্থলে ছিল, যেরূপ তুমি উৎকৃষ্ট চুল দেখিয়া থাক।"

عن انس كان يضرب شعره منكبيه

"আনাছ বলিয়াছেন, তাঁহার চুল তাঁহার দুই কাঁধে পৌঁছিত।

كان شعر رسول الله صلعم بين اذنيه و عاتقيه

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর চুল দুই কান ও দুই কাঁধের মধ্যস্থলে ছিল।"

উপরোক্ত হাদিছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হজরতের চুল কখন কানের নতি পর্য্যন্ত লম্বা হইত, কখন কাঁধের নিকট নিকট পৌঁছিত, কখন কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা হইত, কখন কানের নতি ও কাঁধের মধ্যস্থলে পৌঁছিত। কোন হাদিছে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, হজরতের কাঁধ অতিক্রম করিয়া নীচে পড়িয়াছিল।

ছহিহ বোখারির হাশিয়া, উক্ত পৃষ্ঠা—

الاختلاف الواقع فى قوله قال بعض اصحابى من مالك انه جمته لتضرب قريبا من منكبيه و قول شعبته يبلغ شحمة اذنيه و قوله يضرب شعره منكبيه هو باعتبار الاوقات و الاحوال فتارة يتركه من غير تقصير فيبلغ منكبيه فاخبر كل واحد عما يشاهده ✪

"(এমাম) মালেক, শো'বা ও আনাছের রেওয়াএতে হজরত চুল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কথা আছে, ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অবস্থার হিসাবে বলা হইয়াছে। যখন তিনি বিনা ছাটা অবস্থায় উহা ত্যাগ করিতেন, উহা দুই কাঁধ পয্যন্ত পৌঁছিত কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ দেখিয়াছে, সেইরূপ সংবাদ দিয়াছেন।"

আরও উক্ত হাশিয়া—

جمع ابن بطال بينه و بين الاول بانه اخبار عن وقتين فكان اذا شغل عن تقصير شعره بلغ قريب المنكبين و اذ اقصه لم يجاوز الاذنين و سبق فى المناقب ان فى رواية يوسف بن اسحاق ما بجمع الروايتين و لفظه له شعر يبلغ شحمة اذنيه الى منكبيه و حاصله

ان الطويل منه يصل الى المنكبين وغيره الى شحمة الاذن قسطلانى ★

"এবনো-বাত্তাল উভয় হাদিছের মধ্যে এইরূপে সমতা স্থাপন করিয়াছেন যে, উহা দুই সময়ের অবস্থা। যদি তিনি চুল ছাটা ত্যাগ করিতেন, দুই কাঁধ পর্য্যন্ত পৌছিত, আর যখন উহা ছাটিতেন, দুই কান অতিক্রম করিত না। মানাকাবের অধ্যায়ে ইউছফ বেনে এছহাকের রেওয়াএতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে উভয় রেওয়া-এতের সামঞ্জস্য হইয়া যায়, উহার ভাষা এইরূপ—তাঁহার চুল দুই কানের নতি হইতে দুই কাঁধ পার্য্যন্ত পৌছিত, মূল মতলব এই যে, তাঁহার লম্বা চুলগুলি দুই কাঁধ পর্য্যন্ত পৌছিত, আর ছোট চুলগুলি কানের নতি পর্য্যন্ত পৌছিত, ইহা কোস্তোলানি বর্ণনা করিয়াছেন।

মেশকাতে ২৮৩ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারির এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে—

لعن النبى المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء ★

"নবি (ছাঃ) উক্ত পুরুষদিগের উপর লানত দিয়াছেন—যাহারা স্ত্রীলোক-দিগের ভাবাপন্ন হয় এবং উক্ত স্ত্রীলোকদিগের উপর লানত দিয়াছেন—যাহারা পুরুষদিগের ভাবাপন্ন হয়।"

আরও ছহিহ বোখারির রেওয়াএত—

খোদাতায়ালা এইরূপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের উপর লানত দিয়াছেন।

মেশকাত, ৩৮৩ পৃষ্ঠায় আবুদাউদের রেওয়াএতে আছে—

لعن رسول الله صلعم الرجل يلبس لبسة المراة و المراة تلبس لبسة الرجل ٥

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ পুরুষের উপর যে স্ত্রীলোকের ন্যায় পোষাক পরিধান করে লা'নত দিয়াছেন, আরও এইরূপ স্ত্রীলো-

কের উপর যে পুরুষলোকের পোষাক পরিধান করে, লা'নত দিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায়, যদি পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা চুল রাখে, কিম্বা স্ত্রীলোকেরা মস্তকের চুল কাটিয়া পুরুষের ন্যায় ছোট চুল রাখে, তবে খোদা ও রছুলের লা'নতের উপযুক্ত হইবে। কাজেই পুরুষের পক্ষে নিয়মের বাহিরে লম্বা চুল রাখা নাজায়েজ হইবে।

মাজাহেরেহক, ৪ ৫ ১৮ পৃষ্ঠা—

نهى رسول الله صلعم ان تحلق المرأة راسها

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রীলোকের নিজের মস্তক মুণ্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

عورت کے سر کے بال بمنزلۂ داڑھی کے ھے مرد کے لئے
پس مرد کو داڑھی اور اسکو سر منڈانا حرام ★

"স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ পুরুষের দাড়ীর তুল্য, কাজেই পুরুষের দাড়ী ও স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন করা হারাম।"

যেরূপ লুরুষের পক্ষে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে মস্তকের চুল মুণ্ডন করা হারাম।

তৎপরে মাওলানা মোছলেম ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মেশকাতের ৩৮২ পৃষ্ঠায় আবুদাউদের হাদিছে হাছে—নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, খোরাএম আছাদি উত্তম মানুষ – যদি তাহার চুল লম্বা না হইত এবং তাহার তহবন্দ পায়ের উপর না পড়িত। এই সংবাদ খোরাএম প্রাপ্ত হইয়া একখানা ছুরি লইয়া তদ্বারা নিজের চুল কর্ণদ্বয় পর্য্যন্ত করিয়া কাটিলেন এবং নিজের তহবন্দকে পায়ের নলাদ্বয়ের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত উচ্চ করিলেন।"

মাজাহেরে-হক ৫১১ পৃষ্ঠায়—

চুল লম্বা রাখা যদিও দুষিত ও মকরুহ নহে, কিন্তু বোধ হয় নবি (ছাঃ) তাহার লম্বা চুলের গরিমা করা বুঝিয়া ছিলেন এই

হেতু অনুযোগ করিয়াছিলেন।

আরও মেশকাতের উক্ত পৃষ্ঠায় আবুদাউদের হাদিছে আছে, "আনাছ বলেন, আমার কয়েকটী বেনী ছিল, ইহাতে আমার মাতা আমাকে বলিলেন, আমি উহা কাটিব না, রাছুল (ছাঃ) উহা টানিতেন এবং ধরিতেন।"

ইহা চুল লম্বা রাখার প্রমাণ হয়।

নাছায়ির ২৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

عن وايل بن حجر قال اتيت النبى و لى جمة قال ذباب و ظننت انه يعنينى فانطلقت فاخذت شعرى فقال انى لم اعنك و هن احسن ٥

ওয়াএল বেনে হোজর বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, অথচ আমার লম্বা চুল ছিল, তিনি বলিলেন, কুলক্ষণ! এবং আমি ধারণা করিলাম যে, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। তৎপরে আমি চলিলাম এবং আমি আমার চুল ছাটিলাম। ইহাতে হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার উদ্দেশ্যে বলি নাই, ইহা অতি উত্তম কার্য্য।"

উহার ২৭৫ পৃষ্ঠায় হাশিয়ায় আছে—

(لم اعنک) اى ما قلت لک ذلک يريد انه اخطا فى الفهم و اصاب فى الفعل

শব্দের অর্থ আমি তোমাকে উহা বলিলাম, ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি বুঝিতে ভুল করিয়াছে এবং কার্য্য ঠিক করিয়াছে।

আমাদের মাওলানা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

খোরাএম আছাদির দুইটা জিনিষ হজরত না-পছন্দ করিয়াছিলেন, এক লম্বা চুল, দ্বিতীয় লম্বা তহবন্দ, যদি লম্বা চুল রাখা

লম্বা তহবন্দের ন্যায় নিষিদ্ধ না হইবে, তবে হজরত কেন নিষেধ করিবেন? ইহা এরূপ স্পষ্ট কথা যে, ইহার অন্য প্রকার অর্থ করিলে, উহা গ্রহনীয় হইতে পারে না।

মাজাহেরে-হক প্রণেতা কেয়াছ করিয়া বোধ হয় বোধ হয় করিয়া বলিয়াছেন যে, খোরাএমের লম্বা চুলে হজরত গরিমা বুঝিয়াছিলেন, ইহা ভ্রমাত্মক কেয়াছ, কারণ হজরত আনার (রাঃ) হোজ্জাজের যে লম্বা বেণী য়িহুদীর নিদর্শন বলিয়া কাটিতে বলিয়াছিলেন, আর হোজ্জাজ নাবালেগ ছিল, নাবালেগের পক্ষে গরিমা কিরূপে সম্ভব হইবে? কাজেই মাজাহেরে-হক প্রণেতার কেয়াছ বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল এবং শরিয়ত প্রবর্ত্তক যখন লম্বা চুল ও তহবন্দ উভয় কার্য্যের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন একটি দুষিত হইবে, দ্বিতীয়টি দুষিত হইবে না, এইরূপ অনর্থক কথা তিনি কি বলিতে পারেন? ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, লম্বা তহবন্দের ন্যায় নিয়মের অতিরিক্ত চুল রাখা মকরুহ-তহরিমি হইবে।

মাজাহেরে-হকের ৫১৮ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী লিখিত আছে—

"রাছুল (ছাঃ) স্ত্রীলোককে নিজের মস্তকের চুল মুণ্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,

عورت کے سر کے بال بمنزلہ داڑھی کے ھے مرد کے لئے
پس مرد کو داڑھی اور اسکو سر منڈانا حرام ھے ٥

"স্ত্রীলোকের মস্তকের চুল পুরুষের দাড়ির ন্যায়, কাজেই পুরুষের দাড়ি মুণ্ডন ও স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন হারাম।" ইহাতে বুঝা গেল, স্ত্রীলোকের নিদর্শন মস্তকে লম্বা চুল রাখা পুরুষেও স্ত্রীলোকের ন্যায় চুল না কাটিয়া লম্বা করিয়া রাখিলে, স্ত্রীলোকের তশবিহ হইবে, ইহাতে হজরত লা'নত দিয়াছেন, ইহা মকরূহ তহরিমি হইবে।

হজরত আনাছের চুল হজরত ধরিয়া টানিতেন, ইহা তাবারে'ক

ধারণা করিয়া তাহার মাতা কাটিতেন না, ইহা তাঁহার এজতেহাদ, আর এজতেহাদে ভুল হইতেও পারে, ইহাতে মোজতাহেদের গোনাহ হইতে পারে না, কিন্তু ইহা আমাদের জন্য দলীল হইতে পারে না। দ্বিতীয় মাওলানার চুল হজরত ও স্পর্শ করেন নাই, তবে ইহা উহার উপর কেয়াছ করা বাতীল। তৃতীয় আনাছের সেই চুল নিয়মিত চুল অপেক্ষা লম্বা হইয়াছিল। ইহা মাওলানা প্রমাণ করিতে পারিলেন না, কাজেই তাঁহার পক্ষে দলীল হইবে কিরূপে? ইহা নিয়মিত চুল অপেক্ষা যে লম্বা ছিল না, ইহার প্রমাণ এই যে হজরত আনাছ নিজে হোজ্জাজের লম্বা বেনীকে য়িহুদীর নিয়ম বলিয়া মুণ্ডন করিতে কিম্বা ছাটিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মাওলানা নাছায়ির হাদিছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এবনো মাজার হাদিছের কথা উল্লেখ করেন নাই।

উহার ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

باب كراهية كثرة الشعر - عن وائل بن حجر قال رأني النبي صلعم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب فانطلقت فاخذته فرأى النبي صلعم اني لم اعنك و هذا احسن ٥

লম্বা চুল নিষিদ্ধ হওয়ার অধ্যায়—

ওয়াএল বেনে হোজর বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) আমাকে দেখিলেন, অথচ অমার লম্বা চুল ছিল। ইহাতে তিনি বলিলেন, লেজ লেজ। ইহাতে আমি চলিয়া গিয়া উহা ছাটিলাম। তৎপরে নবি (ছাঃ) আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আমি যে তোমাকে লাঞ্ছিত করি নাই, ইহাই উৎকৃষ্ট কার্য্য।

উহার হাশিয়া—

اصل الذباب منبت الذنب و ذنب الطائر - و شبهه النبي صلعم في طول ذنبه : في الحديث دليل على كراهة طول الشعر من حد المعتادة في الاخبار

'জোনাব' শব্দের মূল লেজের উৎপত্তি স্থল এবং পক্ষীর লেজ. নবি (ছাঃ) উক্ত লম্বা চুলকে পক্ষীর লম্বা লেজের সহিত তুলনা দিয়াছেন। এই হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, হাদিছ সম্বন্ধে যে চুলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, তদপেক্ষা লম্বা হওয়া মকরুহ।

নাছায়ি ও এবনো মাজার হাদিছে যে, لم اعنك শব্দ আছে উহা عنى ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ خوارى كردن লাঞ্ছনা করাও হইতে পারে।

এস্থলে হাদিছের এইরূপ মর্ম্ম হইবে— আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম; অথচ আমার লম্বা চুল ছিল, ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, কুলক্ষণ। আমি বুঝিলাম যে, তিনি আমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

হজরত বলিলেন, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা করি নাই।

আবুদাউদের এক নোছখাতে আছে-

اتيت النبى صلعم ولى شعر طويل فلما رأنى رسول الله صلعم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم اتيته من الغد فقال اني لم اعبك و هذا احسن

আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, অথচ আমার লম্বা চুল ছিল, যখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখিলেন, বলিলেন কুলক্ষণ কুলক্ষণ! তৎপরে ফিরিয়া গিয়া উহা কাটিয়া ফেলিলাম। তৎপরে আমি পরদিবস তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে দুর্ণাম করি নাই। ইহা সমধিক উৎকৃষ্ট কার্য্য।"

ইহাতে বুঝা যায়, لم اعنك ও لم اعبك একই অর্থ বাচক, উহার এইরূপ অনুবাদ করা ঠিক নহে, "আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলি নাই, এইরূপ অনুবাদ হইলে, আবুদাউদদের রেওয়া-এতের সহিত মিল খায় না।

হাদিছের সার মর্ম্ম এই হইল, আমি যে তোমার লম্বা চুল দেখিয়া কুলক্ষণ, কিম্বা 'লেজ লেজ' বলিয়াছিলাম, ইহা তোমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে বলি নাই, একটি মকরূহ কার্য্য ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছি। যাহা হউক, ইহাতে লম্বা চুল রাখা দুষিত হওয়া প্রমানিত হইয়া গেল।

যদি সিন্দির মতানুযায়ী ইহার অর্থ এই হয় যে, আমি যে কুলক্ষণ শব্দ বলিয়াছিলাম ইহা অন্য কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম ইহা তোমার প্রতি লক্ষ করিয়া বলি নাই, কিন্তু এই চুল কাটা উত্তম কার্য্য।

ইহাতে ও বুঝা যায় যে, প্রথম দিবস হজরত তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া না বলিলেও যখন দ্বিতীয় দিবস লম্বা চুল কাটা উত্তম কার্য্য বলিলেন, তখন লম্বা চুল রাখা দুষিত প্রমাণিত হইল। এই হেতু সিন্দি বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি প্রথম দিবস হজরতের কথা বুঝিতে নাপারিলেও লম্বাচুল না রাখাই ন্যায় কার্য্য। সিন্দির এই কথাতে লম্বা রাখা অন্যায় কার্য্য হওয়া প্রমাণিত হইল। মাওলানা এই হাদিছটির কি উত্তর দিবেন ?

মেশকাতের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় আবুদাউদের একটি হাদিছ লিখিত আছে

وعن الحجاج بن حسان قال دخلنا علي انس بن مالك فحدثتني اختي المغيرة قالت وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان فمسح راسك عليك و برك و قال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زى اليهود

"হাজ্জাজ বেনে হাছছান বলিয়াছেন, আমরা আনাছ বেনে মালেকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, ইহাতে আমার ভগ্নি মোগিরা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি সেই সময় বালক ছিলে, আর তোমার মস্তকে কিম্বা ললাটে দুইটি বেণী ছিল। তৎপরে তিনি তোমার মস্তক মছহ করিলেন এবং তোমার জন্য

বরকতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এই দুইটি মুণ্ডন করিয়া কিম্বা ছোট করিয়া ফেল, কেননা ইহা য়িহুদী-দিগের নিয়ম।"

ইহাতে বুঝা গেল, নিয়মের অতিরিক্ত চুল লম্বা করা পুরুষের পক্ষে নাজায়েজ, উহা য়িহুদীদিগের নিয়ম। দ্বিতীয় হজরত আনাছের মস্তক যে কোঁকড়ান চুল ছিল, উহা নিয়মের অতিরিক্ত ছিল না।

তৎপরে মাওলানা মোছলেম বলিলেন;—

ছহিহ বোখারি, ১।১১৩ পৃষ্ঠায় হাশিয়া;—

"নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, (ছেজদার সময়) নিজের চুল বাঁধিয়া রাখিবে না, বরং ছাড়িয়া রাখিবে, যেন জমির উপর পড়ে। আয়নি বলিয়াছেন, যদি চুল বাঁধিয়া না রাখে, তবে মস্তকের সহিত ছেজদা করিবে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবুদাউদের রেওয়াএতে আছে, আবুরাফে, হাছান বেনে আলিকে নামাজ পড়িতে দেখিলেন, তিনি নিজের বেণীকে পশ্চাতের দিকে জড়াইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, তিনি উহা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, উহা শয়তানের বসিবার স্থল।"

সহিহ নাছায়ি, ১।১৬৭ পৃষ্ঠা; —

عبد الله بن عباس انه راى عبد الله بن الحارث يصلي و راسه معقوص من ورائه فقال فجعل يحله فلما انصرف اقبل الي ابن عباس فقال مالك و راسي قال اني سمعت رسول الله صلعم يقول انما مثل هذا مثل الذى يصلى و هو مكتوف

আবদুল্লাহ বেনে আব্বাস হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি আবদুল্লাহ বেনে হারেছকে এই অবস্থায় নামাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন যে, তাহার মস্তকের চুল পশ্চাতের দিক

হইতে বন্ধন করা রহিয়াছে। রাবি বলিয়াছেন, ইহাতে তিনি উহা খুলিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ বেনেল হারেছ নামাজ শেষ করিয়া এবনো আব্বাছের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনি আমার মস্তকের সহিত এরূপ করিলেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাছুলুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি, ইহা ঐব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে হস্তদ্বয় বন্ধন অবস্থায় নামাজ পড়ে।"

ছহিহ মোছলেমের ১।১৯৩ পৃষ্ঠায় অবিকল উক্ত হাদিছটি লিখিত আছে।

এমাম নাবাবি উহার টিকায় লিখিয়াছেন;—

اتفق العلماء على النهي عن الصلوة و راسه معقوص وهو كراهة - تنزيهة قال العلماء و الحكمة فى النهي عنه ان الشعر يسجد معه و لهذا مثله بالذى يصلي وهو مكتوف

বিদ্বানগণ একবাক্যে চুল জড়ান অবস্থায় নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহা মকরুহ তঞ্জিহ। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এই নিষেধের নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, নিশ্চয় চুল তাহার সহিত ছেজদা করিবে, এই হেতু হজরত ইহাকে হস্ত বন্ধন অবস্থায় নামাজ পড়ে এইরূপ ব্যক্তির সহিত তুলনা দিয়াছেন।"

আবুদাউদ,

عن سعيد بن ابي سعيد المقبرى يحدث عن ابيه انه راى ابا رافع مولي النبى صلعم مر بحسن بن علي وهو يصلي قائما و قد غرز ضفرة قفاه فحلها ابو رافع فالتفت حسن اليه مغضبا فقال ابو رافع اقبل على صلوتك و لا تغضب فاني سمعت رسول الله صلعم يقول ذلك كفل الشيطان يعنى مقعد الشيطان يعنى مغرز ضفرة

"ছুইদ বেনে আবি ছইদ মোকবেরি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি নবি (ছাঃ) এর মুক্তদাস আবুরাফেকে হাছান বেনে আলির নিকট গমন করিতে দেখিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, আর নিশ্চয় তিনি পশ্চাতের দিকে বেণী বাঁধিয়াছিলেন, পরে আবুরাফে উহা খুলিয়া দিলেন। ইহাতে হাছান রাগান্বিত অবস্থায় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আবুরাফে বলিলেন, আপনি নমাজ পড়িতে থাকুন এবং রাগ করিবেন না, নিশ্চয় আমি রাছুলুল্লাহ (ছা:) কে বলিতে শুনিয়াছি, ইহা শয়তানের অংশ অর্থাৎ বেণীর বন্ধনস্থল শয়তানের বসিবার স্থল।"

মুল কথা, উক্ত হাদিছে জড়ান চুল খুলিয়া দেওয়ার হুকুম এই জন্য হইয়াছে যে, চুল ছেজদা করিতে পারে, ইহাতে চুল লম্বা থাকা প্রামাণিত হয়।

তৎপরে তিনি মেশকাতের ৩৮০ পৃষ্ঠার এই হাদিছটি উল্লেখ করেন—

নবি (ছাঃ) যে বিষয়ে কোন আদেশ প্রাপ্ত হন নাই, উহাতে আহলে কেতাবদের অনুসরণ করিতেন। আহলে কেতাব সম্প্রদায় নিজেদের চুলকে ছাড়িয়া রাখিয়া দিতেন, মোশরেকগণ তাহাদের মস্তকে সিতি কাটিত, ইহাতে নবি (ছাঃ) ললাটের কেশগুলি ছাড়িয়া রাখিতেন, তৎপরে তিনি 'ফরক' করিতেন (সিতিকাটিতেন)"

নাছায়ি শরিফের ২।২৯১ পৃষ্ঠায় হাশিয়ায় লিখিত আছে: —

و الفرق ان يقسمه نصفه من يمينه على الصدر ونصفه من يساره عليه

ফরক শব্দের অর্থ এই যে, উক্ত চুলকে দুই ভাগ করিবে। উহার ডাহিন দিকের অর্দ্ধেক বুকের উপর এবং উহার বাম দিকের অর্দ্ধেক উহার উপর পড়িবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরতের মস্তকের কেশ এরূপ লম্বা ছিল যে, উহা বুকের উপর পড়িয়াছিল।

আমাদের মাওলানা সাহেব বলিলেন, চুল কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা

হইলে, উহা ছেজদার সময় মাটিতে পড়িতে পারে, উহা পশ্চাতের দিকে রশির কিম্বা গঁদ দিয়া জড়াইয়া রাখা চলে, ইহাতে মস্তকের চুলের নিয়মিত চুলের অপেক্ষা লম্বা হওয়া প্রমাণিত হয় না।

ফরক শব্দের অর্থ সিথি কাটা।

উক্ত মাজাহের হকের ৪।৫০৪ পৃষ্ঠার লিখিত আছে;—

ফরক শব্দের অর্থ চুলের অর্দ্ধেকাংশ এক দিকে সংগ্রহ করা, অপর অর্দ্ধেকঅংশ এক দিকে সংগ্রহ করা। কামুছ নামক অভিধানে আছে, মস্তকের চুলের মধ্যস্থলে পথ অর্থাৎ সিথি কাটা।

উহার ৫০৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছের অনুবাদে লিখিত আছে, হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মস্তকের কেশে সিতি কাটিতাম, তাঁহার মস্তকের তালু হইতে সিতি বাহির করিতাম এবং তাঁহার ললাটের চুল তাঁহার চক্ষু দ্বয়ের সম্মুখে ছাড়িতাম।

ইহার অর্থ এই যে, সিতির এক দিক মস্তকের তালুর নিকট এবং অন্য দিক ললাটের নিকট দুই চক্ষের মধ্যদেশ বরাবর। তিনি এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ছিদ্দি ফরকের যে রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হাদিছ ও অভিধানের খেলাফ মত। দ্বিতীয় যখন হজরতের চুল কাধের নীচে পড়িত না, ইহা ছহিহ ছহিহ হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইল, তখন উহা সিতি কাটিলে, বুকের উপর কিরূপে পড়িবে। কাজেই সিদ্দির মত বাতীল। মুল মন্তব্য এই যে, স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল রাখিলে, তাহাদের ভাবাপন্ন হইয়া লা'নতের যোগ্য হইতে হইবে। হজরত কিম্বা কোন ছাহাবার এইরূপ লম্বা চুল ছিলনা।

—: সমাপ্ত :—

○ কেতাব পাইবার ঠিকনা ○

পীরজাদা মোহাঃ শরফুল আমিন

মাজেদীয়া লাইব্রেরী

সাং—মাওলানাবাগ ✪ পোঃ—বশিরহাট,

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা।

পিন—৭৪৩৪১১

ভারতের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুহাদ্দিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ, ছুফি আলহাজ্ব হজরত **আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ) ওফাৎ স্মরণে—**

বশিরহাট মাওলানাবাগে
মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩।১৪।১৫ই ফাল্গুন

• আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি •

✪ পথ নির্দ্দেশ—কলিকাতা ধর্ম্মতলা হইতে—বশিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস ও ডিলাক্স বাস-যোগে এবং ৭৯ অথবা ৭৯ সি-তে শ্যামবাজার হইতে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী। (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে—শিয়ালদহ হাসনাবাদ লাইনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী। (শোনপুকুর ধার)।